The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 1 No.2 August, 2008
Page : 11-44, Published on August 2009 © Registrar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশক শব্দ: ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

সাখাওয়াৎ আনসারী [১]
ফরিদা বক্তেয়ারা [২]
১. *অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
২. *এমফিল গবেষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

Abstract

A large number of colour terms is used both in oral and written form of all the languages of the present world. It is equally applicable for the Bangla language also. Since colour terms occupy an excessive place and play an important role in every language, innumerable researches have been conducted focusing their various aspects. It is doubtlessly sorrowful that research of this kind is void in Bangla. This paper is an attempt to make a list of colour terms used in Bangla, to point out their etymology, to analyze their structures and meanings and to find out their nature of social reflection and semiotic aspects.

১. ভূমিকা

মানুষ প্রতিনিয়ত যে-জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেগুলো সম্ভবপর হয়ে ওঠে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক– এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে।[১] চোখের মাধ্যমে দৃশ্যের, কানের মাধ্যমে শব্দের, নাকের মাধ্যমে গন্ধের, জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদের এবং ত্বকের মাধ্যমে যে-স্পর্শের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ঘটে, তার মধ্যে একমাত্র দৃশ্য-ইন্দ্রিয় চোখের অবদান প্রায় ৮৫ শতাংশ, বাকি চারটি সম্মিলিতভাবে ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী (ধীমান, ২০০৬: ১৩)। দৃশ্য-ইন্দ্রিয়ের প্রধান অবলম্বন হলো আলো, আলোর কারণেই তা দৃশ্যমান। চোখ খুললেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে নানান দৃশ্য। দৃশ্য মানেই কোনও না কোনও রঙের খেলা। এর অর্থ, চোখ খুললেই আমাদের চোখে ধরা পড়ে নানান রং। আমরা যা কিছু দেখি, তা কোনও না কোনও বস্তু। এই বস্তুনিচয় গড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ রঙে। ফলে আমরা যা দেখি তা-ই রঙীন, তা-ই রঙ।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠেছে অসংখ্য রঙের সমন্বয়ে। তাহলে কেউ যদি প্রশ্ন করে রঙের সংখ্যা কত– কী হবে এর উত্তর? এর একটি উত্তর হতে পারে এই, রঙের সংখ্যা নির্দেশ করা যায় না, কারণ সংখ্যাটি অগুণতি। অন্য আর একটি উত্তরও আছে, যার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে রংবিজ্ঞান (colour science/ colourimetry)-এর কাছে। মানুষ যে-পদ্ধতিতে রঙ দেখে, তা আলোক এবং রঞ্জকের যুগ্মক্রিয়ার ফল। মানুষের চোখের রেটিনাতে থাকে মুখ্য তিন ধরনের রং-চিহ্নিতক কোষ: ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ কোন (short-wavelength cone), মধ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোন (middle-wavelenght cone) এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য কোন (long-wavelength cone)। এই তিনের প্রথমটির মাধ্যমে মানুষ বেগুনি, দ্বিতীয়টির মাধ্যমে হলদেটে-সবুজ ও তৃতীয়টির মাধ্যমে সবুজ শ্রেণীর রং দেখতে এবং পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। বলা হয়ে থাকে যে মানুষের দৃষ্টিশক্তি এতটাই প্রখর এবং সূক্ষ্ম যে সে দশ লক্ষের মতো রঙের পার্থক্য চিহ্নিত করতে সক্ষম।[২] আলোর ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে তিনটি মৌলিক রং (basic colour), তেমনই রঞ্জকের ক্ষেত্রেও মৌলিক রং তিনটিই। তবে পার্থক্য এই জায়গায়, আলোর তিনটি মৌলিক রং যেখানে লাল, নীল এবং সবুজ, রঞ্জকের তিনটি মৌলিক রং সেখানে লাল, নীল এবং হলুদ (ধীমান, ২০০৬: ২০; ঈশ্বরচন্দ্র, ২০০০: ৬২)। আলো এবং রঞ্জকের পার্থক্যটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে। হলুদ আলো আর নীল আলোকে সমানভাবে মেশালে শাদা বা প্রায় শাদা আলো পাওয়া যায়। কিন্তু হলুদ রঞ্জক এবং নীল রঞ্জকের সমমিশ্রণে প্রস্তুত হয় সবুজ রং। দুটিই রং হলেও আলো এবং রঞ্জকের পার্থক্যটি এমনই। রঞ্জকের ক্ষেত্রে মৌলিক রং হিশেবে উল্লিখিত তিনটি রংকে নির্দেশ করা হলেও বস্তুত লাল রংটি হচ্ছে টকটকে লাল বা ম্যাজেন্টা (magenta) এবং নীল রংটি হলো গাঢ় নীল বা সায়ান (cyan) (মোঃ, ১৯৯৯: ২০৪-০৫)। এই তিনটি মৌলিক রঙের দুটি করে রঙের মিশ্রণে প্রস্তুত হয় প্রাথমিক রং (primary colour)। হলুদ ও ম্যাজেন্টার মিশ্রণে লাল, সায়ান এবং ম্যাজেন্টার মিশ্রণে নীল এবং হলুদ এবং সায়ানের মিশ্রণে প্রস্তুত হয় সবুজ রং। এই লাল, নীল এবং সবুজ হলো প্রাথমিক রং। উল্লিখিত তিনটি প্রাথমিক রঙের যে-কোনও দুটির সমমিশ্রণে আবার প্রস্তুত হয় মাধ্যমিক রং (secondary colour); যেমন, বেগুনির সৃষ্টি নীল ও লালের সমন্বয়ে (হাশেম, ২০০১: ৫৫)। পৃথিবীতে যত রং আছে, সেগুলোর সবই উল্লিখিত তিনটি মৌলিক রঙের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণে প্রস্তুত। চিত্রশিল্পে (painting) রঙের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এ-শাস্ত্রে দুটি ব্যাপক ব্যবহৃত শব্দ হলো জলরং (water colour) এবং তেলরং (oil colour)। জল (পানি)-এর সঙ্গে রং মিশিয়ে যে-রং প্রস্তুত হয়, তা জলরং এবং তেলের সঙ্গে রং মিশিয়ে যে-রং প্রস্তুত হয়, তা তেলরং নামে আখ্যায়িত হয় (মতলুব, ১৯৯৬: ১, ৪৬)। জলরঙের মাধ্যমে যে-শিল্পকর্ম সৃষ্ট হয়, তাকে জলচিত্র (water painting) এবং তেলরঙের মাধ্যমে যে-শিল্পকর্ম সৃষ্ট হয়, তাকে তৈলচিত্র (oil painting) নামে নির্দেশ করা হয়। মুদ্রণশিল্পে 'চার রং (four colour)' শব্দজোড়ের অভিধা বহুল প্রচলিত। এই চারটি রং

হলো: উল্লিখিত তিনটি মৌলিক রং ম্যাজেন্টা বা টকটকে লাল, সায়ান বা গাঢ় নীল, হলুদ এবং সেই সঙ্গে কালো। কালো কোনও মৌলিক নয়, এটি ব্যবহৃত হয় শুধু ঘনত্ব এবং প্রাতিবিম্বিক প্রতিতুলনা (density and image contrast)-র প্রয়োজনে (Jacob, 1997: 471)।

রং নিয়ে মানুষের কৌতূহল অন্তহীন। এ-জন্য colourimetry বা রংবিজ্ঞান নামে একটি শাস্ত্রের উদ্ভবও ঘটেছে। পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুজীববিজ্ঞান (Neurobiology), চক্ষুবিজ্ঞান (Ophthalmology), চিত্রশিল্প (Painting), মুদ্রণশিল্প (Printing), আলোকচিত্রবিদ্যা (Photography) ইত্যাদি ক্ষেত্রে রং উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বস্তুত, রং বহুবিদ্যাস্পর্শী একটি বিষয়। এ-জন্যই আমরা লক্ষ করি যে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে হালনাগাদ অসংখ্য ব্যক্তি রং-বিষয়ক নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং গবেষণালব্ধ বিচিত্র ফল আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তালিকায় আছেন অ্যারিস্টটল, নিউটন এবং গ্যেটের মতো বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিবর্গও।[৩]

ইংরেজি colour শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিশেবে আমরা 'রং (রঙ)', 'বর্ণ' এবং 'রঞ্জক' শব্দগুলোর ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। অভিধানগুলোতে সাধারণত 'রং (রঙ)'-এর অর্থ 'বর্ণ' এবং 'রঞ্জক', 'বর্ণ'-এর অর্থ 'রং (রঙ)' এবং 'রঞ্জক', আর 'রঞ্জক'-এর অর্থ 'রং (রঙ)' এবং 'বর্ণ' দেওয়া থাকে। এই তিন সমার্থক এবং এগুলোর মধ্যে রঞ্জকের ব্যবহার অত্যল্প। 'রং (রঙ)' এবং 'বর্ণ'-এর মধ্যে আবার 'রং (রঙ)'-ই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনায় আমরা 'রং' শব্দটিই ব্যবহার করেছি।[৪] রঙের আলোচনা চলছে কয়েক হাজার বছর ধরে। আলোচ্যবিষয় হিশেবে এটি বহুবিদ্যাস্পর্শী হলেও ভাষাবিজ্ঞানে রঙের যে-আলোচনা, তা বিশেষ কোনও ভাষায় রং-নির্দেশের প্রকৃতিনির্ভর। বর্তমান প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশের প্রকৃতি এবং বিচিত্রতা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি। যে-কোনও ভাষাতেই রং-নির্দেশ প্রক্রিয়াটি প্রধানত শব্দভিত্তিক। বাংলা ভাষাতেও এর কোনও ব্যত্যয় নেই।

২. রং-নির্দেশক শব্দ-তালিকা

বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশক শব্দের পর্যালোচনার প্রারম্ভেই এ-জাতীয় শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। যে-শব্দগুলোর ব্যবহার বাংলা ভাষায় লক্ষণীয়, সেগুলি নিম্নরূপ: অসিত, আকাশী, আসমানি (আশমানি), আহরিৎ, ইট, কচুপাতা, কটা, কপিল, কপিশ, কমলা, কলাপাতা, কাঁচাহলুদ, কাঁঠালি, কাঠ, কালচে (কালচা), কালিমা, কালো (কাল), কৃষ্ণ, কৃষ্ণাভ, খয়েরি (খয়েরী), খাকি (খাকী), গেরুয়া, গৈরিক, গোলাপি (গোলাপী, গোলাবি, গোলাবী), গৌর, ঘিয়ে (ঘিয়া), ছাই, জলপাই, জাম, টিয়া (টিয়ে), তামাটে, তাম্র, তাম্রাভ, তেঁতুলবিচি, তেজপাতা, দুগ্ধফেননিভ,

দুধশাদা (দুধসাদা), দুধেআলতা, ধবল, ধলা (ধলো), ধানী, ধুপছায়া, ধুমল (ধূমল), ধুসর (ধূসর), ধুসরাভ (ধূসরাভ), ধুসরিমা (ধূসরিমা), ধূম, ধূমাভ, ধূম্র, নীল, নীলচে (নীলচা), নীললোহিত, নীলাভ, নীলিমা, পাংশু, পাংশুল, পাঁশুটে, পাটকিলে, পাটল, পাণ্ডু, পাণ্ডুর, পিঙ্গল (পিঙল), পিয়াজি (পিয়াজী, পিঁয়াজি, পিঁয়াজী), পীত, পীতাভ, ফরশা, (ফরসা, ফর্সা), ফিরোজা, বরফশাদা (বরফসাদা), বাঁশপাতা, বাদামি (বাদামী), বাসন্তী, বিস্কুট (বিস্কিট), বেগুনি (বেগুনী, বেগনি, বেগনী), ময়লা, ময়ূরকণ্ঠি (ময়ুরকণ্ঠী, ময়ূরকণ্ঠি, ময়ূরকণ্ঠী), মসিকৃষ্ণ, মেঘ, মেটে (মাটো), মেহগনি, রংচঙে (রংচঙা, রঙচঙে, রঙচঙা), রংবেরং (রঙবেরঙ), রক্ত, রক্তাভ, রক্তিম, রক্তিমা, রক্তিমাভ, রুপালি (রুপালী, রূপালি, রূপালী, রুপোলি), র‍্যাডিশ (লালচে অর্থে নয়, মুলার মতো শাদা অর্থে), লাল, লালচে (লালচা), লালাভ, লালিমা, লোহিত, লোহিতাভ, লৌহিত্য, শাদা (সাদা), শাদাটে (সাদাটে), শুক্ল, শুভ্র, শেওলা, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামলিমা, শ্বেত, শ্বেতাভ, সফেদ (শফেদ), সবজে, সবজেটে, সবুজ, সবুজাভ, সিঁদুরে, সিত, সুবর্ণ, সোনা, সোনালি, স্বর্ণ, স্বর্ণাভ, হরিৎ (হরিত), হরিদ্রা, হরিদ্রাভ, হলদে, হলদেটে, হলুদ প্রভৃতি।

ওপরে যে-তালিকা উপস্থাপিত হলো, সে-সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবশ্যক। যেমন:

এক.
তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে মোট ১২৩টি ভুক্তি। তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে বিভিন্ন অভিধান, বিভিন্নজনের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

দুই.
এটি কোনও পূর্ণ তালিকা নয়। অনেকেই তালিকাভুক্ত করতে পারেন আরও কিছু শব্দ, যা আমাদের অনুসন্ধান এড়িয়ে গেছে। বাংলা ভাষা এতটাই বৈচিত্র্যময় যে রং-নির্দেশক যে কোনও তালিকাই সম্পূর্ণতার দাবি করতে অক্ষম।

তিন.
সচেতনভাবেই তালিকাভুক্ত করা হয়নি এমন কিছু সংস্কৃত শব্দ, যেগুলোর ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। যেমন– কটাশে (পিঙ্গল আভাযুক্ত ঈষৎ কটা), কার্ষ্ণ্য (কৃষ্ণত্ব), পালাশ (হরিৎ), সিতি (শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল) ইত্যাদি।

চার.
১২৩টি শব্দের মধ্যে বানানভেদ রয়েছে, এমন শব্দসংখ্যা ৩৪টি। শব্দগুলোর রয়েছে একটি থেকে চারটি পর্যন্ত বানানভেদ (যেমন– রুপালি)।[৫]

পাঁচ.
ভাষার আলোচনা মুখ্যত কথ্যভাষার হলেও লেখ্যভাষা একেবারেই ফেলনা নয়। আমরা যে-তালিকাটি প্রস্তুত করেছি, তার অনেক শব্দ কথ্য ও লেখ্যরূপে এবং অনেক শব্দ শুধু

লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন– অসিত, আহরিৎ, দুগ্ধফেননিভ, ধুমল, লৌহিত্য, সিত, সুবর্ণ, হরিৎ, হরিদ্রা ইত্যাদি শুধু লেখ্যরূপে ব্যবহৃত)। পূর্ণতাকে স্পর্শ করার প্রয়াসে আমরা উভয়রূপে ব্যবহার্য শব্দকেই তালিকাভুক্ত করেছি।

ছয়.

১২৩টি রং-নির্দেশক শব্দের মধ্যে লক্ষ করা যাবে যে নিম্নলিখিত ৮৪টিই কোনও না কোনও বস্তুর রঙের সাদৃশ্যে সৃষ্টশব্দ : আকাশি, আসমানি (ফারসি আসমান থেকে, অর্থ আকাশ), ইট, কচুপাতা, কটা (কড়াই), কপিল (সংস্কৃত কপি থেকে, অর্থ বানর), কপিশ (সংস্কৃত কপি থেকে, অর্থ বানর), কমলা (সংস্কৃত কমল থেকে, যার অর্থ পদ্ম, কমলা শব্দটি সৃষ্ট; তবে কমলা রঙের ধারণাটি কমলা ফল থেকে এসেছে, কমল থেকে নয়), কলাপাতা, কাঁচাহলুদ, কাঁঠালি, কাঠ, কৃষ্ণ (হিন্দুদের অবতার থেকে), কৃষ্ণাভ, খয়েরি, খাকি (ফারসি খাক্ থেকে, অর্থ সৈন্যদের পোশাক), গেরুয়া (সংস্কৃত গিরি থেকে), গৈরিক (সংস্কৃত গিরি থেকে), গোলাপি, গৌর (শ্রীচৈতন্যদেব), ঘিয়ে, ছাই, জলপাই, জাম, টিয়া, তামাটে, তাম্র, তাম্রাভ, তেঁতুলবীচি, তেজপাতা, দুগ্ধফেননিভ, দুধশাদা, দুধেআলতা, ধানী (সবুজ ধান থেকে), ধুপছায়া, ধুমল, ধূম, ধূমাভ, ধূম্র, নীললোহিত (শিব থেকে, যাঁর কণ্ঠ নীল, কেশ লোহিত), পাংশু (সংস্কৃত পাংশু, অর্থ ছাই), পাংশুল (সংস্কৃত পাংশু থেকে, অর্থ ছাই), পাঁশুটে (সংস্কৃত পাংশু থেকে, অর্থ ছাই), পাটকিলে, ধুলা, পিয়াজি, (ফা. পিয়াজ), ফিরোজা (ফারসি/হিন্দুস্তানি ফিরোজা, অর্থ ফিরোজা রত্ন/মণি), বরফশাদা, বাঁশপাতা, বাদামি, বাসন্তী (বসন্ত ঋতু থেকে), বিস্কুট, বেগুনি, ময়ূরকণ্ঠি (ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ কণ্ঠ থেকে), মসিকৃষ্ণ, মেঘ, মেটে, মেহগনি, রক্ত, রক্তাভ, রক্তিম, রক্তিমা, রক্তিমাভ, রুপালি, র‍্যাডিশ (ইংরেজি র‍্যাডিশ, অর্থ মুলা), শেওলা, শ্যাম (শ্রীকৃষ্ণ), শ্যামল (শ্রীকৃষ্ণ থেকে), শ্যামলিমা (শ্রীকৃষ্ণ থেকে), সবজে (ফারসি সব্জ্ থেকে, অর্থ সবজি), সবজেটে (ফারসি সব্জ্ থেকে, অর্থ সবজি), সবুজ (ফারসি সব্জ্ থেকে, অর্থ সবজি), সবুজাভ (ফারসি সব্জ্ থেকে, অর্থ সবজি), সিঁদুরে, সুবর্ণ, সোনা, সোনালি, স্বর্ণ, স্বর্ণাভ, হরিদ্রা, হরিদ্রাভ, হলদে, হলদেটে, হলুদ। উল্লিখিত ৮৪টি শব্দের বাইরে যে-৩৯টি শব্দ রয়েছে, সেগুলো কোনও বস্তুর রঙের সাদৃশ্যে সৃষ্ট না হওয়ায় এগুলোকে আমরা শুধুই রং-নির্দেশের জন্য সৃষ্ট শব্দ বলে চিহ্নিত করতে পারি। এগুলো হলো: অসিত, আহরিৎ, কালচে, কালিমা, কালো, ধবল, ধলা, ধুসর, ধুসরাভ, নীল, নীলচে, নীলাভ, নীলিমা, পাটল, পাণ্ডু, পাণ্ডুর, পিঙ্গল, পীত, পীতাভ, ফরশা, ময়লা, রংচঙে, রংবেরং, লাল, লালচে, লালাভ, লালিমা, লোহিত, লোহিতাভ, লৌহিত্য, শাদা, শাদাটে, শুক্ল, শুভ্র, শ্বেত, শ্বেতাভ, সফেদ, সিত, হরিৎ।

সাত.

বাংলা ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার। এই সূত্রেই গরম গরম, নরম নরম, ধীরে ধীরে, ভাসা ভাসা, ভেজা ভেজা ইত্যাদির ব্যবহার। বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশক শব্দগুলোরও ব্যাপক দ্বৈত-ব্যবহার শ্রুত হয়। যেমন: কালো কালো, নীল নীল, বাদামি বাদামি, বেগুনি বেগুনি, মেটে মেটে, লাল লাল, শাদা শাদা, সবুজ সবুজ, হলুদ হলুদ ইত্যাদি। দ্বৈত-ব্যবহার সব রঙের ক্ষেত্রে যেমন পরিলক্ষিত হয় না, আবার যেগুলোর ব্যবহার হয়, সেগুলোর সবগুলো সমানুপাতিকেও ব্যবহৃত হয় না। নীল নীল বা লাল লালের যতটা ব্যবহার-প্রাবল্য আছে, বাদামি বাদামির ব্যবহার যে ততটাই কম, তা উল্লেখ না করলেও চলে। বর্ণদ্বিত্ব সংশ্লিষ্ট রঙের স্বল্পতা বা সাদৃশ্য-সূচক। যেমন– লাল লাল বলতে বোঝায় ঈষৎ লাল, লালের মতো বা লালের কাছাকাছি। এর আরও একটি অর্থ আছে, তা বহুবচনাত্মক ও আধিক্যসূচক। যেমন– লাল লাল ফল বলতে বোঝায় বহুসংখ্যক লাল রঙের ফল। শব্দদ্বৈতের প্রথম মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে এ অন্তপ্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ সংগঠনেরও রং-নির্দেশক ব্যবহার রয়েছে। এর অর্থ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। যেমন– লালে লাল, নীলে নীল, সবুজে সবুজ ইত্যাদি।

আট.

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন আরও কিছু শব্দ, যেগুলো মূলত রঙের নাম নয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এগুলোর কোনও কোনওটি রং হিশেবেও ব্যবহৃত হয়। এগুলো পদ-পরিচয়ে বিশেষণ। এমনই কিছু শব্দ নিম্নরূপ:

অনুজ্জ্বল	:	দেহবর্ণ বোঝাতে ফরশা নয় এমন, যেমন– অনুজ্জ্বল রং
উজ্জ্বল	:	দেহবর্ণ বোঝাতে ফরশা, যেমন– উজ্জ্বল ফরশা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ
উগ্র	:	কড়া, যেমন– উগ্র রং, উগ্র লাল
কটকটে	:	চোখে লাগে এমন, যেমন– কটকটে রং, কটকটে বেগুনি
কটমটে	:	চোখে লাগে এমন, যেমন– কটমটে রং, কটমটে বেগুনি
কাঁচা	:	অস্থায়ী, যেমন– কাঁচা রং
কুচকুচে	:	উজ্জ্বল (কালো), প্রচণ্ড (কালো), যেমন–কুচকুচে রং (কালো), কুচকুচে কালো
গাঢ়	:	ঘন, যেমন– গাঢ় রং, গাঢ় সবুজ
ঘোর	:	উৎকট, দারুণ, যেমন– ঘোর কালো, ঘোর বাদামি
চকচকে	:	জ্বলজ্বলে, নেশার আবেশ ধরিয়ে দেয় এমন, যেমন– চকচকে রং, চকচকে হলুদ
চকমকে		চকচকে, জ্বলজ্বলে, নেশার আবেশ ধরিয়ে দেয় এমন, যেমন– চকমকে রং, চকমকে হলুদ
চাপা		হালকা, যেমন– চাপা গোলাপি

জ্বলজ্বলে	:	দীপ্ত, যেমন– জ্বলজ্বলে রং, জ্বলজ্বলে লাল
ঝকঝকে	:	তীব্র উজ্জ্বল, জ্বলজ্বলে, যেমন– ঝকঝকে রং
ঝকমকে	:	তীব্র উজ্জ্বল, জ্বলজ্বলে, যেমন– ঝকমকে রং
ঝলমলে	:	দীপ্ত, উজ্জ্বল, যেমন– ঝলমলে রং
টকটকে	:	গাঢ় উজ্জ্বল, যেমন– টকটকে রং, টকটকে লাল
টুকটুকে	:	ঘোর অথচ সুন্দর ভাব প্রকাশক, যেমন– টুকটুকে রং (লাল), টুকটুকে লাল
তাজা	:	টাটকা, স্থায়ী, যেমন– তাজা রং
তীব্র	:	কড়া, যেমন– তীব্র রং, তীব্র লাল
ধবধবে	:	অতি শুভ্র, যেমন– ধবধবে শাদা
নিকষ	:	বিশুদ্ধ (কালো), প্রচণ্ড (কালো), যেমন– নিকষ কালো
পাকা	:	স্থায়ী, মজবুত, যেমন– পাকা রং
ফিকে	:	হালকা, অল্প, যেমন– ফিকে সোনালি
ফেকাশে	:	ফিকে, বিবর্ণ, যেমন– ফেকাশে রং
বিবর্ণ	:	ফেকাশে, মলিন, যেমন– বিবর্ণ রং
মরা	:	শুষ্ক, নির্জীব, যেমন– মরা রং
মলিন	:	অনুজ্জ্বল, ম্লান, দেহবর্ণ বোঝাতে ফরশা নয় এমন, যেমন– মলিন রং
মিশমিশে	:	ঘোর (কালো), অতিশয় (কালো), যেমন– মিশমিশে কালো
মিষ্টি	:	প্রীতিকর, মধুর, যেমন– মিষ্টি রং
মৃদু	:	লঘু, হালকা, যেমন– মৃদু রং
ম্লান	:	মলিন, নিস্প্রভ, যেমন– ম্লান রং
হালকা	:	লঘু, আলতো, যেমন– হালকা রং

ওপরে যে-তালিকা উপস্থাপিত হলো, তা কোনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। এর কারণ এই যে এ-ধরনের শব্দের কোনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা সম্ভবপরই নয়। তালিকাভুক্ত শব্দগুলো সংস্কৃত (যেমন– অনুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, উগ্র, তীব্র, বিবর্ণ, মৃদু, ম্লান ইত্যাদি), বাংলা (যেমন– পাকা, মরা, মিষ্টি, হালকা ইত্যাদি), বিদেশি (যেমন– তাজা), দেশি (যেমন– টকটকে, টুকটুকে, ধবধবে, ফিকে ইত্যাদি) ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত। তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আর তা হলো তালিকায় মোট ৩৩টি শব্দ ঠাঁই পেলেও এর মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলো শুধু বিশেষ বিশেষ রং-নির্দেশেই ব্যবহৃত হয়। এমন শব্দ সংখ্যা ৬টি: কুচকুচে, টকটকে, টুকটুকে, ধবধবে, নিকষ, মিশমিশে। এগুলোর মধ্যে কুচকুচে, নিকষ এবং মিশমিশে শুধু কালো নির্দেশে (যেমন– কুচকুচে কালো,

নিকষ কালো, মিশমিশে কালো), টকটকে এবং টুকটুকে শুধু লাল নির্দেশে (যেমন– টকটকে লাল, টুকটুকে লাল) এবং ধবধবে শুধু শাদা নির্দেশে (যেমন– ধবধবে শাদা) ব্যবহৃত হয়। অন্যবিধ ব্যবহার যে সম্ভবপর নয়, তা উদাহরণসহ প্রদর্শিত হতে পারে ✸ কুচকুচে নীল, ✸ নিকষ সবুজ, ✸ মিশমিশে লাল, ✸ টকটকে কালো, ✸ টুকটুকে শাদা, ✸ ধবধবে কালো।[৬] আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। টকটকে এবং টুকটুকে দুইই লালের জন্য ব্যবহৃত হলেও টকটকে লাল এবং টুকটুকে লালের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে প্রথমটি চোখে জ্বালা ধরায়, দ্বিতীয়টি ঘোর লাগায়।

নয়.
রং-নির্দেশে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় বেশ কিছু ইংরেজি শব্দও। ইংরেজি ভাষা থেকে আগত অথচ অতালিকাভুক্ত শব্দগুলো আমরা অন্যত্র পর্যালোচনা করেছি।

৩. উৎস-নির্দেশ

এক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত থেকে আগত শব্দ:
অসিত, আকাশী, আহরিৎ, কপিল, কপিশ, কালিমা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণাভ, গৈরিক, গৌর, তাম্র, তাম্রাভ, দুগ্ধফেননিভ, ধবল, ধুমল, ধুসর, ধুসরাভ, ধুসরিমা, ধূম, ধূমাভ, ধূম্র, নীল, নীললোহিত, নীলাভ, নীলিমা, পাংশু, পাংশুল, পাটল, পাণ্ডু, পাণ্ডুর, পিঙ্গল, পীত, পীতাভ, বাসন্তী, ময়ুরকণ্ঠি, মসিকৃষ্ণ, মেঘ, রক্ত, রক্তাভ, রক্তিম, রক্তিমা, রক্তিমাভ, লোহিত, লোহিতাভ, লৌহিত্য, শুক্ল, শুভ্র, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামলিমা, শ্বেত, শ্বেতাভ, সিত, সুবর্ণ, স্বর্ণ, স্বর্ণাভ, হরিৎ, হরিদ্রা, হরিদ্রাভ।

দুই. বাংলা তথা তদ্ভব শব্দ:
ইট, কচুপাতা, কটা, কমলা, কলাপাতা, কাঁচাহলুদ, কাঁঠালি, কাঠ, কালো, খয়েরি, গেরুয়া, ঘিয়ে, ছাই, জাম, টিয়া, তামাটে, তেঁতুলবিচি, দুধেআলতা, ধলা, ধানী, ধুপছায়া, পাঁশুটে, পাটকিলে, বাঁশপাতা, বেগুনি, ময়লা, মেটে, রংচঙে, রংবেরং, রূপালি, শেওলা, সিঁদুরে, সোনা, সোনালি, হলদে, হলদেটে, হলুদ।

তিন. বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ:
ফারসি-আসমানি, খাকি, গোলাপি, নীল, পিয়াজি, ফরশা, ফিরোজা, বরফশাদা, বাদামি, মেঘ, লাল, শাদা, সফেদ, সবজে, সবজেটে, সবুজ
হিন্দুস্তানি– ফরশা, ফিরোজা, লাল, শাদা
ইংরেজি– বিস্কুট, মেহগনি, র‍্যাডিশ।

চার. আর্যপূর্ব তথা দেশি শব্দ:
কালো,[৭] জলপাই, তেজপাতা।

পাঁচ. মিশ্র শব্দ :
কালচে (বাংলা/দেশি কালো + হিন্দুস্তানি সা>ছা>চা>চে), কমলা (সংস্কৃত কমল + বাংলা আ), খাকি (ফারসি খাক্ + বাংলা ই), গোলাপি (ফারসি গুলাব + বাংলা ই), দুধশাদা (বাংলা দুধ + ফারসি/ হিন্দুস্তানি সাদাহ্), নীলচে (সংস্কৃত/ফারসি নীল + হিন্দুস্তানি সা > ছা > চা > চে), নীললোহিত (সংস্কৃত/ফারসি নীল + সংস্কৃত লোহিত), নীলাভ (সংস্কৃত/ ফারসি নীল + সংস্কৃত আভ), নীলিমা (সংস্কৃত/ ফারসি নীল + সংস্কৃত ইমন্), পিয়াজি (ফারসি পিয়াজ+বাংলা ই), লালচে (ফারসি/হিন্দুস্তানি লাল + হিন্দুস্তানি সা > ছা > চা > চে), লালাভ (ফারসি/হিন্দুস্তানি লাল + সংস্কৃত আভ), লালিমা (ফারসি/ হিন্দুস্তানি লাল + সংস্কৃত ইমন্), শাদাটে (ফারসি/হিন্দুস্তানি সাদাহ্ + বাংলা টিয়া > টে), সবজে (ফারসি সব্জ্ + বাংলা ইয়া > এ), সবজেটে (ফারসি সব্জ্+ বাংলা ইয়া > এ + বাংলা টিয়া > টে), সবুজাভ (ফারসি সব্জ্ + সংস্কৃত আভ)।

আমরা ১২৩টি রং-নির্দেশক শব্দকে তালিকাবদ্ধ করলেও উৎস-নির্দেশে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত শব্দ ৫৯টি, বাংলা শব্দ ৩৭টি, বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ ২৩টি, দেশি শব্দ ৩টি এবং মিশ্র শব্দ ১৭টি মিলিয়ে মোট শব্দসংখ্যা ১৩৭টি। যে-১৬টি শব্দ বেশি হয়েছে, তা একাধিক শ্রেণীভুক্তির ফল। শব্দগুলো হলো: কমলা, কালো, খাকি, গোলাপি, নীল[৮], নীললোহিত, নীলাভ, নীলিমা, পিয়াজি, ফরশা, ফিরোজা, মেঘ, লাল, শাদা, সবজে এবং সবজেটে। এই ১৬টি শব্দের মধ্যে ফরশা, ফিরোজা, লাল এবং শাদা বিদেশি শব্দের গোত্রভুক্ত এবং ফারসি ও হিন্দুস্তানি উভয় ভাষাতেই লভ্য। ১২৩টি রং-নির্দেশক শব্দের মধ্যে ৫৯টিই সংস্কৃত হওয়ায় বোঝা যায় যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এখনও কতটা প্রবল। শতকরা হিশেবে সংস্কৃতের ব্যবহার ৪৮ শতাংশ, বাংলার ব্যবহার ৩০ শতাংশ, বিদেশি শব্দের ব্যবহার ১৯ শতাংশ এবং আর্যপূর্ব তথা দেশি শব্দের ব্যবহার মাত্র আড়াই শতাংশ। বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দগুলো এসেছে মাত্র ৩টি ভাষা– ফারসি, হিন্দুস্তানি এবং ইংরেজি থেকে। হিন্দুস্তানি ভাষার ৪টি শব্দই আবার ফারসি ভাষায়ও শ্রুত হয়। ফলে শব্দগুলোর উৎস ফারসি বিবেচনা করা হলে বিদেশি ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় দুটিতে। বিদেশি ভাষার শব্দের মধ্যে ফারসির একক প্রাধান্য লক্ষণীয়। মোট ১৯টি বিদেশি শব্দের মধ্যে ১৬টিই ফারসি হওয়াতে শতকরা হিশেবে তা ৮৪ শতাংশ, যদিও ফারসি শ্রেণীভুক্ত নীল এবং মেঘ শব্দ দুটি সংস্কৃত ভাষায়ও লভ্য।

৪. রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এক. একটিমাত্র মুক্ত রূপমূলযোগে গঠিত শব্দ:

ইট, কটা, কাঠ, কৃষ্ণ, গৌর, ছাই, জাম, টিয়া, তাম্র, ধবল, ধুসর, ধূম, ধূম্র, নীল, পাংশু, পাটল, পাণ্ডু, পীত, ফরশা, বিস্কুট, ময়লা, মেঘ, মেহগনি, রক্ত, র‍্যাডিশ, লাল, লোহিত, শবুজ, শাদা, শুক্ল, শুভ্র, শেওলা, শ্যাম, শ্বেত, সফেদ, সিত, সোনা, স্বর্ণ, হরিৎ, হরিদ্রা, হলুদ।

দুই. একটিমাত্র আদ্যপ্রত্যয় ও একটিমাত্র মুক্ত রূপমূলযোগে গঠিত শব্দ

অসিত (অ + সিত), আহরিৎ (আ + হরিৎ), সুবর্ণ (সু + বর্ণ)।

তিন. একটিমাত্র মুক্ত রূপমূল ও একটিমাত্র অন্তপ্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ

আকাশী (আকাশ + ই/ঈ), আসমানি (আসমান + ই), কপিল (কপি + ল), কপিশ (কপি + শ), কমলা (কমল + আ), কাঁঠালি (কাঁঠাল + ই), কালচে (কাল + চে), কালিমা (কাল + ইমা), কালো (কাল + ও), কৃষ্ণাভ (কৃষ্ণ + আভ), খয়েরি (খয়ের + ই), খাকি (খাক + ই), গেরুয়া (গিরি + উয়া/আ), গোলাপি (গোলাপ + ই), গৈরিক (গিরি + ইক), ঘিয়ে (ঘি + য়ে), তামাটে (তামা + টে), তাম্রাভ (তাম্র + আভ), ধলা (ধল + আ), ধানী (ধান + ই/ঈ), ধুমল (ধুম + অল), ধুসরাভ (ধুসর + আভ), ধুসরিমা (ধুসর + ইমা), ধূমাভ (ধূম + আভ), নীলচে (নীল + চে), নীলাভ (নীল + আভ), নীলিমা (নীল + ইমা), পাংশুল (পাংশু + ল), পাঁশুটে (পাঁশু + টে), পাটকিলে (পাটকিল + এ), পাণ্ডুর (পাণ্ডু + র), পিঙ্গল (পিঙ্গ + ল), পিয়াজি (পিয়াজ + ই), পীতাভ (পীত + আভ), ফিরোজা (ফিরোজ + আ), বাদামি (বাদাম + ই), বাসন্তী (বসন্ত + ই/ঈ), বেগুনি (বেগুন + ই), মেটে (মাটি + ইয়া = মাটিয়া> মাইট্যা> মেটে), রক্তাভ (রক্ত + আভ), রক্তিম (রক্ত + ইম), রক্তিমা (রক্ত + ইমা), রুপালি (রুপা + লি), লালচে (লাল + চে), লালাভ (লাল + আভ), লালিমা (লাল + ইমা), লোহিতাভ (লোহিত + আভ), লৌহিত্য (লোহিত + ইঅ), শাদাটে (শাদা + টে), শ্যামল (শ্যাম + অল), শ্বেতাভ (শ্বেত + আভ), শবজে (শবুজ + এ > শবজে), শবুজাভ (শবুজ + আভ), সিঁদুরে (সিঁদুর + এ), সোনালি (সোনা + লি), স্বর্ণাভ (স্বর্ণ + আভ), হরিদ্রাভ (হরিদ্রা + আভ), হলদে (হলুদ + এ> হলদে)।

চার. একটিমাত্র মুক্ত রূপমূল ও একাধিক অন্তপ্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ

রক্তিমাভ (রক্ত + ইম/ইমা + আভ), শ্যামলিমা (শ্যাম + অল + ইমা), শবজেটে (শবুজ + এ + টে> শবজেটে), হলদেটে (হলুদ + এ + টে> হলদেটে)।

পাঁচ. দুটি মুক্ত রূপমূল সহযোগে গঠিত শব্দ

কচুপাতা (কুচ + পাতা), কলাপাতা (কলা + পাতা), কাঁচাহলুদ (কাঁচা + হলুদ), জলপাই (জল + পাই), তেঁতুলবিচি (তেঁতুল + বিচি), তেজপাতা (তেজ + পাতা),

ধুপছায়া (ধুপ + ছায়া), নীললোহিত (নীল + লোহিত), বরফশাদা (বরফ + শাদা), বাঁশপাতা (বাঁশ + পাতা), মসিকৃষ্ণ (মসি + কৃষ্ণ)।

ছয়. দুটি মুক্ত রূপমূল এবং একটি প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ

ক. দুটি মুক্ত রূপমূল এবং প্রথম মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে একটি অন্তপ্রত্যয় সহযোগে গঠিত শব্দ : দুধেআলতা (দুধ + এ + আলতা)

খ. দুটি মুক্ত রূপমূল এবং দ্বিতীয় মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে একটি আদ্যপ্রত্যয় সহযোগে গঠিত শব্দ : রংবেরং (রং + বে + রং)

গ. দুটি মুক্ত রূপমূল এবং দ্বিতীয় মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে একটি অন্তপ্রত্যয় সহযোগে গঠিত শব্দ : দুগ্ধফেননিভ (দুগ্ধ + ফেন + নিভ), ময়ূরকণ্ঠি (ময়ুর + কণ্ঠ + ই), রংচঙে (রং + চঙ + এ)।

সাত. মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে অন্তপ্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে এমন কিছু শব্দ গঠিত হয়েছে, যেগুলোতে নিম্নলিখিত রূপধ্বনিমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন

ক. গেরুয়া [gerua]Ñgiri + ua/a> gerua, এখানে/র/ধ্বনি/ব/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে

খ. গৈরিক [goirik]Ñgiri + ik> gôirik, এখানে/র/ধ্বনি/oî/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে

গ. বাসন্তী [baʃonṯi]Ñ bɔʃɔnṯo + i> baʃonṯi; এখানে/ɔ/ধ্বনি/ধ/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে

ঘ. মেটে [mete]Ñ mati + ia> matia> maitta> mete, এখানে/ধ/এবং/র/ধ্বনি দুটি /ব/এবং /ব/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে

ঙ. লৌহিত্য [lôuhiṯṯɔ]Ñ lohiṯ + iɔ> lôuhiṯiɔ> lôuhiṯṯɔ, এখানে/o/ধ্বনি/ô u/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং /i/ ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে

চ. সবজে [ʃɔbje]Ñ ʃobuj + e> ʃobuje> ʃɔbje, এখানে/o/ধ্বনি/ɔ/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং এখানে /u/ ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে

ছ. সাবজেটে [ʃɔbjete]Ñ ʃobuj + e + te> ʃobujete> ʃɔbjete, এখানে/o/ধ্বনি/ɔ/ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে এবং /u/ ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে

জ. হলদে [holḏe]Ñ holuḏ + e > holuḏe > holḏe, এখানে//ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে হলদেটে [holḏete]Ñ holuḏ +e + te> holuḏete> holḏete, এখানে//ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে।

আট. তালিকায় এমন বেশ কিছু শব্দ লক্ষণীয়, যেগুলো রূপমূল বিচারে একই উৎসজাত। একই গুচ্ছভুক্ত শব্দগুলো অর্থগত দিক থেকেও নিকট সম্পর্কযুক্ত। এ-জাতীয় শব্দের তালিকাটি নিম্নরূপ :

কালো, কালচে; কৃষ্ণ, কৃষ্ণাভ; তাম্র, তাম্রাভ; ধুমল, ধূম, ধূমাভ, ধূম্র; ধুসর, ধুসরাভ, ধুসরিমা; নীল, নীলচে, নীললোহিত, নীলাভ; পাংশু, পাংশুল, পাঁশুটে; পীত, পীতাভ; রক্ত, রক্তাভ, রক্তিম, রক্তিমা, রক্তিমাভ; লাল, লালচে, লালাভ, লালিমা; লোহিত, লোহিতাভ লৌহিত্য; শাদা, শাদাটে; শ্যাম, শ্যামল, শ্যামলিমা; শ্বেত, শ্বেতাভ; সবজে, সবজেটে, সবুজ, সবুজাভ; সোনা, সোনালি, স্বর্ণ, স্বর্ণাভ; হরিদ্রা, হরিদ্রাভ, হলদে, হলদেটে, হলুদ।

নয়. বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশে ব্যবহৃত শব্দগুলো পদ পরিচয়ে বিশেষ্য এবং বিশেষণ। যেমন: আকাশের রং নীল, এখানে নীল বিশেষণ। আবার, এই দুইয়ের মধ্যে আমার পছন্দ অবশ্যই নীল, এখানে নীল বিশেষ্য। একই বাক্যে একই রং-নির্দেশক শব্দের একাধিক ব্যবহার দেখিয়েও আমরা পদ পরিচয়কে আরো স্পষ্ট করতে পারি। যেমন: 'আমি ফরশাকে ফরশা, ময়লাকে ময়লা বলার পক্ষপাতী; এখানে রাখঢাকের কিছু নেই'। উদ্ধৃত বাক্যে ব্যবহৃত প্রথম ফরশা এবং প্রথম ময়লা বিশেষ্য, আর দ্বিতীয় ফরশা এবং দ্বিতীয় ময়লা বিশেষণ।

৫. আভিধানিক বিশ্লেষণ

বাগর্থিক বিশ্লেষণের জন্য প্রথমেই আমরা তালিকাভুক্ত শব্দগুলোর অর্থ অভিধানে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে দিকটি দেখে নিতে চাই :

অসিত : কৃষ্ণ, শ্যামল (চ. ৫১); কৃষ্ণবর্ণ, কালো রং (ব.শ. ২০৯); কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল, (স. ৪৬); black colour, black, sky coloured, deep blue (S.B.-E.D. 88)

আকাশী : আকাশের মতো রং, রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

আসমানি : আকাশ বর্ণ, ফিকে নীল (চ. ৮০); আসমানের মতো নীল, নীলাভ, ফিকে নীল (ব.শ. ৩২২); আকাশের মতো নীল, হালকা নীল (স. ৮৫); sky colour, sky blue, azure (B.-E.D. 64); sky colour, Sky blue, azure (S.B.-E.D. 119)

আহরিৎ : ঈষৎ সবুজ (চ. ৮১); ঈষৎ সবুজ (স. ৮৬); Slightly green, greenish (B.-E.D. 64); Slightly green, greenish (S.B.-E.D. 123)

ইট : ইটের রঙের মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

কচুপাতা : কচুপাতার রঙের মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

কটা পিঙ্গল, ফরশা (চ. ১১৭); পিঙ্গল, গৌর, ফেকাশে, তামাটে (ব. শ. ৫১৭); পিঙ্গল, গৌর (স. ১০৬); brownish, yellowish

(B.-E.D. 100); brownish, white complexion with a tinge of red, fair complexioned (S.B.-E.D. 168)

কপিল : পিঙ্গল বর্ণ, কপিশ (চ. ১২২); কপিবর্ণযুক্ত, পিঙ্গল (ব. শ. ৫৩৮); পিঙ্গলবর্ণ (স. ১১০); brown, tawny (S.B.-E.D. 174)

কপিশ : পিঙ্গল বর্ণ, কপিল (চ. ১২২); কপিবর্ণযুক্ত, পিঙ্গল, কৃষ্ণপীত, বাদামি (ব. শ. ৫৩৮); নীল-পীতমিশ্রিত বর্ণ, মেটে, পাঁশুটে (স. ১১০); pale yellowish colour, mud colour (S.B.-E.D. 174)

কমলা : কমলালেবুর রঙের মতো রং (স. ১১১); reddish yellow colour (S.B.-E.D. 104)

কলাপাতা : কলাপাতার রঙের মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

কাঁচাহলুদ : কাঁচাহলুদের রঙের মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

কাঁঠালি : কাঁঠালের রঙের মতো রং, রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

কাঠ : কাঠের রঙের মতো রং, রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

কালচে : কালো দাগ (চ. ১৪১); ঈষৎ কৃষ্ণ, অল্প কালো, blackish (e.k. 615); কৃষ্ণাভ অথচ সম্পুর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নয় (স. ১২৭); blackish, darkish (S.B.-E.D. 194)

কালিমা : কালোভাব, কৃষ্ণবর্ণ (ব. শ. ৬২০); কৃষ্ণতা (স. ১২৮); blackness, darkness (S.B.-E.D. 199)

কালো : কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামবর্ণ (চ. ১৪১); কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, অসিত, শ্যামল (ব. শ. ৬১৪); কৃষ্ণবর্ণ (স. ১২৭); black (S.B.-E.D. 126); black (S.B.-E.D. 199)

কৃষ্ণ : কালো, অসিত, নীল (চ. ১৫৪); অসিত, কালো (ব. শ. ৬৭০); কালোবর্ণ, নীলবর্ণ (স. ১৩৯); black, deep blue (S.B.-E.D. 139); black, deep blue, dark complexioned (S.B.-E.D. 214)

কৃষ্ণাভ : কালো আভাযুক্ত (স. ১৩৯); slightly black, blackish, darkish blackish, blueish, darkish (S.B.-E.D. 215)

খয়েরি : খয়ের রঙের (চ. ১৬৮); খদির বর্ণযুক্ত (ব. শ. ৭২১); খয়েরের মতো (স. ১৫১); colour of catachu, dark brown, dark

খাকি : মেটে, কপিশ, ছাই রং (চ. ১৭০); খাকের মতো রং, পাংশুবর্ণ, ছাইয়ের মতো, মৃত্তিকাবর্ণ, মেটে (ব. শ. ৭২৮); ছাই রং, ঘোর বাদামি, কপিশ (স. ১৫২); light brown, brownish (B.-E.D. 152); dust coloured, light brown colour (S.B.-E.D. 234)

গেরুয়া : গৈরিক বর্ণ (চ. ২০০); গৈরিক (ব. শ. ৮১২); গৈরিক বর্ণযুক্ত, গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত (স. ১৭৪); coloured with red ochre, pale yellow (B.-E.D. 173); colour of red ochre (S.B.-E.D. 267)

গৈরিক : গেরিমাটির রংবিশিষ্ট, গেরুয়া (চ. ২০০); গিরিমাটির রংবিশিষ্ট, গেরুয়া (স. ১৭৪); brownish red (B.-E.D. 173); colour of red ochre (S.B.-E.D. 267)

গোলাপি : গোলাপ ফুলের বর্ণবিশিষ্ট (চ. ২০৪); গোলাপের মতো রং, পাটল বর্ণ, দুধেআলতার রং (ব. শ. ৮২৩); গোলাপ ফুলের বর্ণবিশিষ্ট (স. ১৭৩); rose coloured, rosy (B.-E.D. 176); rose coloured, rosed-red, rosy (S.B.-E.D. 272)

গৌর : ফরশা, পীত (চ. ২০৫); পীত, হরিদ্রাবর্ণ (ব. শ. ৮২৫), ফরশা, উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট, দুধেআলতাগোলা বর্ণবিশিষ্ট (স. ১৭৮); fair complexioned, white (B.-E.D. 176); cream coloured tinged with red, fair complexioned (S.B.-E.D. 273)

ঘিয়ে : ঘি-এর মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

ছাই : ash, dull grey, grey (S.B.-E.D. 313)

জলপাই : olive- green (B.-E.D. 228); olive colour, olive-green, olivaceous (S.B.-E.D. 327)

জাম : জাম (ফল)-এর মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

টিয়া : টিয়া পাখির মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

তামাটে : তামার মতো রং (চ. ৩০৩); তামার মতো, তাম্রাভ (স. ২৫৮); reddish brown (B.-E.D. 272); copper coloured (S.B.-E.D. 375)

তাম্র : তাম্রবর্ণযুক্ত, লোহিত (ব. শ. ১০৩৮); তামার মতো (স. ২৫৮); copper coloured, reddish brown (B.-E.D. 272); copper coloured (S.B.-E.D. 376)

তাম্রাভ : তাম্রবর্ণ (চ. ৩০৩); তাম্রবর্ণ, পিঙ্গল, তামাটে (স. ২৫৮); copper coloured; reddish brown (B.-E.D. 272); copper coloured (S.B.-E.D. 376)

তেঁতুলবিচি : তেঁতুলবিচির মতো রং, রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

তেজপাতা : তেজপাতার মতো রং, রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

দুগ্ধফেননিভ : দুধের ফেনার মতো শাদা (চ. ৩৩৩); দুধের ফেনার মতো শুভ্র (স. ২৮৪); milky white (B.-E.D. 307); milk-white (S.B.-E.D. 414)

দুধশাদা : দুধের মতো রং, রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

দুধেআলতা : দুধের সঙ্গে আলতার রং মেশালে যে রং হয় (চ. ৩৩৩); দুধে মেশানো আলতার রং, পাটল, দুধে আলতা মেশালে যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হয় (স. ২৮৪); rosy, deep pink (S.B.-E.D. 307)

ধবল : শ্বেত, শাদা (চ. ৩৫০); শ্বেতবর্ণযুক্ত (ব.শ. ১১৫০); শাদা, শুভ্র, শ্বেতবর্ণ (স. ২৯৭); white (B.-E.D. 328); white, grey (S.B.-E.D. 435)

ধলা : ধবল, শাদা, ফরশা (চ. ৩৫৩); শাদা, ধবল (ব.শ. ১১৫৪); শাদা, ফরশা (স. ২৯৯); white, fair (B.-E.D. 332); white, fair (S.B.-E.D. 439)

ধানী : কাঁচা ধানের মতো রং, সবুজ, (চ. ৩৫৫); কাঁচা ধানের মতো সবুজ (স. ৩০০); Paddy-green (B.-E.D. 334); Paddy-green (S.B.-E.D. 441)

ধুপছায়া : ময়ূরকণ্ঠি রং (চ. ৩৫৮); ময়ূরকণ্ঠি, একই সঙ্গে উজ্জ্বল ও মলিন (ব.শ. ১১৬৩); ময়ূরকণ্ঠি রং (স. ৩০২); peacock-blue (B.-E.D. 337); mixtare of blue and light violet, peacbck-blue, light and shade colour (S.B.-E.D. 444)

ধুমল : ধূম্রবর্ণ, কপিশ, কৃষ্ণলোহিত (চ. ৩৫৮); ধূমবর্ণযুক্ত, কৃষ্ণলোহিত, কৃষ্ণলোহিতাভবর্ণ, বেগুনে রং (ব.শ. ১১৬৪); ধোঁয়ার মতো রং, কপিশ, বেগুনে রং (স. ৩০৩); smoke coloured, purple (B.-E.D. 338); colour of smoke, dark purple (S.B.-E.D. 445)

ধুসর : ছাই রং, পাণ্ডু, পাংশু (চ. ৩৫৯); ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ (ব.শ. ১১৬৪); ঈষৎ পাংশুবর্ণ, ছাই রং, পাঁশুটে (স. ৩০৩); dust coloured, grey, ashy grey (B.-E.D. 339); grey, ash colour, ashen-grey, ashy (S.B.-E.D. 445)

ধুসরাভ : greyish (B.-E.D. 339); greyish (S.B.-E.D. 445)

ধুসরিমা : ধুসর রং (চ. ৩৫৯); ধুসর রং (স. ৩০৩); grey, dusty-white, greyness (B.-E.D. 339); greyness, grey colour, greyishness (S.B.-E.D. 445)

ধূম : Smoke coloured (B.-E.D. 338)

ধূমাভ : ধূম্রবর্ণযুক্ত (চ. ৩৫৮); ধূমবর্ণযুক্ত (ব.শ. ১১৬৪); ধোঁয়ার মতো রং, ধুমল (স. ৩০৩); smoke coloured, purple (B.-E.D. 338); colour of smoke, dark purple (S.B.-E.D. 445)

ধূম্র : কপিশ, কৃষ্ণলোহিত (চ. ৩৫৮); কৃষ্ণলোহিত, ধুমল (ব.শ. ১১৬৪); ধুমল, কৃষ্ণলোহিত (স. ৩০৩); smoke coloured, dark coloured, dark red, purple (B.-E.D. 338); smoke coloured, dark purple (S.B.-E.D. 445)

নীল : কালো, অসিত, শ্যাম (চ. ৩৮৮); শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ (ব. শ. ১২৩৩); রং বিশেষ (স. ৩২৮); blue, dark blue, azure (B.-E.D. 382); blue, azure (S.B.-E.D. 458)

নীলচে : নীল রঙের মতো; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

নীললোহিত : বেগুনি (চ. ৩৮৮); বেগুনি, ধুমল (ব. শ. ১২৩৩); বেগুনি (স. ৩২৮); dark blue and red; purple, dark red (B.-E.D. 382); colour between crimson and violet, purple (S.B.-E.D. 485)

নীলাভ : নীলবর্ণবিশিষ্ট (চ. ৩৮৮); নীল আভা যার এমন নীলবর্ণ (স. ৩২৮); blueish (B.-E.D. 382): blueish (S.B.-E.D. 485)

নীলিমা : নীলবর্ণ (চ. ৩৮৮); নীলভাব, নীলবর্ণ (ব.শ. ১২৩৪); নীলবর্ণ (স. ৩২৮); blueness, azure (B.-E.D. 383); blueness, blueishness (S.B.-E.D. 485)

পাংশু : ছাই (চ. ৪১৩); ধুলার রং, ফেকাশে (স. ৩৪৯); ash colour (B.-E.D. 415); ash coloured (S.B.-E.D. 515)

পাংশুল : ash colour, grey (B.-E.D. 415)

পাঁশুটে : পাংশুবর্ণযুক্ত, ধুসর (ব. শ. ১২৯৭); ছাই রং, ফেকাশে (স. ৩৪৯); ash coloured, pale (B.-E.D. 416); ash coloured, pale (S.B.-E.D. 516)

পাটকিলে : ইটের রং (চ. ৪১৬); পাটকেলের মতো রং, পীত (ব.শ. ১৩০৩); ইটের রং, ফেকাশে লাল, পাটল (স. ৩৫১); pale red, pink, rose colour (B.-E.D. 414); brick pale, pink coloured (S.B.-E.D. 518)

পাটল : পাটকিলে, গোলাপি (চ. ৪১৬); পাটকিলে (ব. শ. ১৩০৩); পাটকিলে, ফিকে লাল, গোলাপি (স. ৩৫১); pale red, pink, rose colour (B.-E.D. 419); brick red, pale, pink coloured (S.B.-E.D. 518)

পাণ্ডু : ফেকাশে, শুক্লপীতবর্ণ (চ. ৪১৮); শ্বেতপীত, ফেকাশে (ব.শ. ১৩০৭); শুক্লপীত, শ্বেত, ফেকাশে (স. ৩৫২); white, pale, whitish yellow, yellowish white (B.-E.D. 421); pale yellow, whitish yellow, mud coloured (S.B.-E.D. 520)

পাণ্ডুর : ফেকাশে, শুক্লপীতবর্ণ (চ. ৪১৮); শ্বেতপীত, ফেকাশে (ব.শ. ১৩০৭); শুক্লপীত, শ্বেত, ফেকাশে (স. ৩৫২); white, pale, whitish yellow, yellowish white (B.-E.D. 421); pale yellow, whitish yellow, mud coloured (S.B.-E.D. 520)

পিঙ্গল : হরিতাভ পাটল, কপিশ, কপিল (চ. ৪২৫); নীলপীত মিশ্রবর্ণ, কপিশ (ব.শ. ৩৫৮); আগুনের মতো, কপিল, পীত আভাযুক্ত, ঈষৎ রক্তবর্ণ, কপিশ (স. ৩৫৮); reddish brown, brownish yellow, gold coloured, yellow (B.-E.D. 429); yellowish brown, mud colour (S.B.-E.D. 527)

পিয়াজি : ফিকে বেগুনি (চ. ৪২৮); পিয়াজের মতো রং, ফিকে বেগুনি (স. ৩৬০); light purple, crimson, pink (B.-E.D. 432); light purple (S.B.-E.D. 530)

পীত : হলুদ (চ. ৪২৯); গৌর, হলুদ (ব.শ. ১৩৩৬); হলুদ (স. ৩৬১); yellow (B.-E.D. 433); yellow (S.B.-E.D. 531)

পীতাভ : yellowish (S.B.-E.D. 531)

ফরশা : গৌরবর্ণ (চ. ৪৬৪); গৌরবর্ণ (ব.শ. ১৪২০); গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল (স. ৩৮৭); fair complexioned, bright (B.-E.D. 484); fair complexioned, bright (S.B.-E.D. 570)

ফিরোজা : নীল (চ. ৪৬৮); ফিরোজা মণির মতো নীল (ব. শ. ১৪২৮); নীলাভ (স. ৩৯০); turquoise blue (B.-E.D. 489); turquoise blue (S.B.-E.D. 574)

বরফশাদা : বরফের মতো শাদা; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

বাঁশপাতা : বাঁশের শুকনো পাতার মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

বাদামি বাদামের খোসার মতো রং; পীতধুসর (চ. ৪৯৮); বাদামের খোসার মত রং, পীতাভ লাল (ব. শ. ১৫০০); বাদামের খোসার মতো রং, পাটকিলে, পীতাভ (স. ৪১২); almond coloured, light red, brown (B.-E.D. 526); almond coloured, brown (S.B.-E.D. 602)

বাসন্তী : হলুদ (চ. ৫০৫); বসন্তের পাকা পাতার মতো রং, পীত (ব.শ. ১৫১৬); কমলার খোসার মতো রং (স. ৪১৬); light orange coloured, light yellow coloured (B.-E.D. 533); light orange coloured (S.B.-E.D. 607)

বিস্কুট : বিস্কুটের মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

বেগুনি : বেগুনের মতো রং, রক্ত লাল (চ. ৫৩২); বেগুনের মতো লোহিতাভ নীল (ব. শ. ১৬১০); বেগুনের খোসার মতো রক্তিমাভ নীল (স. ৪৩৯); violet/purple (B.-E.D. 579); purple, violet (S.B.-E.D. 634)

ময়লা : শ্যামল, অগৌর (চ. ৫৭৬); ম্লান, বিবর্ণ (ব. শ. ১৭৩৪); অনুজ্জ্বল, অগৌর, কালো (স. ৪৭৩); not fair, dark, not bright (B.-E.D. 643); dark, not bright (S.B.-E.D. 680)

ময়ুরকণ্ঠি : ময়ুরের গলার মতো রং (চ. ৫৭৬); ময়ুরের কণ্ঠের মতো রং (ব.শ. ১৭৩৪); ময়ুরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র রং (স. ৪৭৪); peacock blue (B.-E.D. 643); peacockblue (S.B.-E.D. 680)

মসিকৃষ্ণ : ঝুলকালির মতো কালো, ঘোর কালো (স. ৪৭৬); black as ink, very black (B.-E.D. 648); black as ink, very black (S.B.-E.D. 684)

মেঘ : মেঘের মতো রং (চ. ৬০১); মেঘের মতো রং (ব. শ. ১৮২৩); মেঘের মতো রং (স. ৪৯৬)

মেটে : মাটির মতো রং (ব. শ. ১৮২৪); মাটির মতো রং (স. ৪৯৬); mud coloured (B.-E.D. 680); mud coloured (S.B.-E.D. 710)

মেহগনি : মেহগনি কাঠের মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

রংচঙে : বিচিত্র বর্ণ, নানা রঙের (চ. ৬১৫); রঙে সুন্দর, চিত্রবিচিত্র, রঙিন (ব. শ. ১৮৮২); বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিচিত্র বর্ণের (স. ৫০৬); colourful, many coloured (B.-E.D. 698); veriegated in colours (S.B.-E.D. 725)

রংবেরং : নানা রঙের (চ. ৬১৫); নানা বর্ণের (স. ৫০৯); colourful (B.-E.D. 698); veriegated in colours (S.B.-E.D. 725)

রক্ত : রাঙা, লাল (চ. ৬১৫); লোহিত, লাল (ব. শ. ১৮৮০); শোণিতবৎ, লাল (স. ৫০৮); red, crimson, blood-red, (B.-E.D. 699); blood-red, red (S.B.-E.D. 725)

রক্তাভ : লোহিতাভ (ব. শ. ১৮৮০); reddish, crimson, pink (B.-E.D. 699); crimson glow, crimson (S.B.-E.D. 726)

রক্তিম : লোহিত (ব. শ. ১৮৮০); রঙের আভাযুক্ত, লাল আভাযুক্ত (স. ৫০৮); redness, red, crimson glow (B.-E.D. 700); reddish, crimson, blood-red (S.B.-E.D. 726)

রক্তিমা : রক্তবর্ণতা, রক্তিম, লাল (চ. ৬১৬); লৌহিত্য, ঈষৎ রক্তিমা (ব. শ. ১৮৮০); রক্তবর্ণাবস্থা, লাল আভা (স. ৫০৮); redness, red/crimson glow (B.-E.D. 700); redness, red/crimson glow (S.B.-E.D. 726)

রক্তিমাভ : রক্তিম আভা যুক্ত; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

রুপালি : রুপার মতো রং, রুপার মতো শাদা (ব. শ. ১৯২৭); রুপার মতো শাদা (স. ৫১৯); silver coloured, silver white (B.-E.D. 717); silver coloured, silver white (S.B.-E.D. 738)

র‍্যাডিশ : শাদা মুলার মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

লাল : রক্তবর্ণ (চ. ৬৩৮); রক্তবর্ণ, লোহিত (ব. শ. ১৯৫৯); রক্তবর্ণ, লোহিত (স. ৫২৮); red (B.-E.D. 731); red (S.B.-E.D. 747)

লালচে : ঈষৎ লাল, লোহিতাভ (ব. শ. ১৯৫৯); ঈষৎ রক্তবর্ণ (স. ৫২৮); reddish (B.-E.D. 731); reddish (S.B.-E.D. 747)

লালাভ : লাল আভাযুক্ত; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

লালিমা : লাল আভা, লাল, লোহিত (ব. শ. ১৯৫৯); লাল আভা, রক্তিমা (স. ৫২৮); redness, high colour, red tint (B.-E.D. 732); red tint (S.B.-E.D. 748)

লোহিত : রক্তবর্ণ, লাল (চ. ৬৪৩); রক্তবর্ণযুক্ত লাল (ব. শ. ১৯৭৭); লাল, রক্তবর্ণ (স. ৫৩২); red, redness, red coloured (B.-E.D. 739); red (S.B.-E.D. 752)

লোহিতাভ : লোহিত আভাযুক্ত; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

লৌহিত্য : রক্তিমা (চ. ৬৪৩); রক্তবর্ণ (ব. শ. ১৯৭৯); রক্তিমা, লাল রং (স. ৫৩২); redness, red colour (B.-E.D. 739)

শাদা : শ্বেত, শুভ্র (চ. ৬৯১); শ্বেত (ব. শ. ২০০৬); শ্বেত, শুভ্র (স. ৫৭৫); white (B.-E.D. 814); white, grey (S.B.-E.D. 806)

শাদাটে : ঈষৎ শাদা (স. ৫৭৫); whitish (B.-E.D. 814); whitish (S.B.-E.D. 806)

শুক্ল : শাদা, ধবল, শুভ্র, শ্বেত, সিত (চ. ৬৫৬); শ্বেত, গৌর, শাদা (ব. শ. ২০৩৩); শ্বেত, শুভ্র, ধবল, সিত, শাদা (স. ৫৪৩); white, whitish (B.-E.D. 757); white, grey (S.B.-E.D. 765)

শুভ্র : শাদা, ধবল, শুক্ল, শ্বেত, সিত (চ. ৬৫৭); শ্বেত, শুক্ল (ব. শ. ২০৩৮); শাদা, শ্বেত, শুক্ল, ধবল (স. ৫৪৪); white, grey (B.-E.D. 758); white, grey (S.B.-E.D. 766)

শেওলা : শেওলা (শৈবাল)-এর মতো রং; রং হিশেবে কোনও অভিধানে ভুক্তি নেই

শ্যাম : শ্যামল, মেঘবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অসিত, ফরশা নয় (চ. ৬৬১); শ্যামবর্ণযুক্ত, কৃষ্ণ, কালো (ব. শ. ২০৫৪); মেঘবর্ণ, কৃষ্ণ, ঘন নীল, ফরশা নয় এমন, সবুজ (স. ৫৪৭); black, dark coloured, dark blue, brown, grey, green, cloud coloured (B.-E.D. 763); cloud coloured, dark blue, bottle green, green, dark coloured, jet black (S.B.-E.D. 770)

শ্যামল : শ্যামবর্ণবিশিষ্ট, শ্যামলিমা (চ. ৬৬১); শ্যামবর্ণযুক্ত, কৃষ্ণ, কালো (ব. শ. ২০৫৪); শ্যামবর্ণযুক্ত (স. ৫৪৭); dark coloured, green, cloud coloured (B.-E.D. 763); cloud coloured, dark blue, bottle green, green, dark coloured, jet black (S.B.-E.D. 770)

শ্যামলিমা : শ্যামলত্ব (চ. ৬৬১); শ্যামলত্ব, কালিমা (ব. শ. ২০৫৪); শ্যামলত্ব (স. ৫৪৭); darkness, blackness, dark colour, greenness (B.-E.D. 764); state of cloud-like or dark

blue or bottle- green or green or dark colour (S.B.-E.D. 770)

শ্বেত : শাদা, ধবল, শুভ্র, শুক্ল, সিত (চ. ৬৬৪); সিত, শুভ্র (ব. শ. ২০৬৭); শাদা, শুভ্র, ধবল, শুক্ল, সিত (স. ৫৪৭); white, grey (S.B.-E.D. 770)

শ্বেতাভ : শাদা আভাযুক্ত, ঈষৎ শাদা (স. ৫৪৭); whitish (S.B.-E.D. 770)

সফেদ : শাদা (চ. ৬৭৭); শ্বেত, শাদা (ব. শ. ২১৭৭); শাদা, শ্বেত, শুভ্র (স. ৫৬২); white (B.-E.D. 790); white (S.B.-E.D. 789)

সবজে : green (S.B.-E.D. 789)

সবজেটে : greenish (S.B.-E.D. 789)

সবুজ : হরিৎ (চ. ৬৭৭); হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট, শ্যামল (ব. শ. ২১২৮); হরিৎ (স. ৫৬২); green (B.-E.D. 791); green (S.B.-E.D. 789)

সবুজাভ : greenish (S.B.-E.D. 789)

সিঁদুরে : সিঁদুরের মতো রং (চ. ৬৯৮); সিঁদুরের মতো লোহিত (ব. শ. ২২১৩); সিঁদুরের মতো লাল (স. ৫৮২); bright scarlet (B.-E.D. 822)

সিত : শুক্ল (চ. ৬৯৭); শ্বেত, ধবল, শুভ্র, শুক্ল (ব. শ. ২২১৫); শাদা, শুক্ল (স. ৫৮২); white (B.-E.D. 823); white, bright, light, grey (S.B.-E.D. 813)

সুবর্ণ : সুন্দরবর্ণ (চ. ৭০২); শোভনবর্ণ, উত্তমবর্ণবিশিষ্ট, উজ্জ্বলবর্ণ, পীতবর্ণ (ব. শ. ২২৩৭); সুন্দর রং (স. ৫৮৭); golden, yellow, good colour (B.-E.D. 824); golden, golden coloured (S.B.-E.D. 818)

সোনা : স্বর্ণবর্ণ (স. ৫৯২); golden, yellow, gold coloured (B.-E.D. 838)

সোনালি : পীতবর্ণসূচক (চ. ৭০৮); স্বর্ণবর্ণ (ব. শ. ২২৬৬); স্বর্ণবর্ণ (স. ৫৯২); golden (B.-E.D. 839); gold coloured, golden (S.B.-E.D. 826)

স্বর্ণ : gold coloured, golden (B.-E.D. 852); gold coloured, golden (S.B.-E.D. 834)

স্বর্ণাভ : সোনালি রং (স. ৫৯২); মড়ষফবহ (ই.-উ.উ. ৮৫২)

হরিৎ	:	সবুজ (চ. ৭২০); শ্যাম, পীতাভ, পিঙ্গল, নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, পাতার রং (ব. শ. ২৩৩০); green, greenish, yellowish brown (B.-E.D. 859); green (S.B.-E.D. 841)
হরিদ্রা	:	হলুদ (চ. ৭২০); হলুদ (স. ৬০৪); yellow (B.-E.D. 859); yellow (S.B.-E.D. 841)
হরিদ্রাভ	:	হলদে, পীত (চ. ৭২০); পীতাভ, পীতবর্ণ (ব. শ. ২৩৩১); পীতবর্ণযুক্ত, হলদে (স. ৬০৪); yellowish (B.-E.D. 859); yellowish (S.B.-E.D. 841)
হলদে	:	হরিদ্রাবর্ণ, পীত (চ. ৭২১); হরিদ্রা, পীত (ব. শ. ২৩৩৩); হলুদ, পীত (স. ৬০৪); yellow (B.-E.D. 860); yellow (S.B.-E.D. 841)
হলদেটে	:	yellowish (B.-E.D. 860)
হলুদ	:	হরিদ্রা, হলদে (চ. ৭২১); হরিদ্রা, পীত (ব. শ. ২৩৩৪); পীত (স. ৬০৪); yellow (B.-E.D. 860); yellow (S.B.-E.D. 841)

তালিকাভুক্ত উল্লিখিত ১২৩টি শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণে নিম্নের কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

এক.

তালিকায় আছে এমন কিছু শব্দ রং হিশেবে যেগুলোর অভিধানে ভুক্তি আছে, আর এমন কিছু শব্দ রং হিশেবে অভিধানে যেগুলোর ভুক্তি নেই।

ভুক্তি আছে এমন শব্দগুলো হলো: অসিত, আসমানি, আহরিৎ, কটা, কপিল, কপিশ, কমলা, কালচে, কালিমা, কালো, কৃষ্ণ, কৃষ্ণাভ, খয়েরি, খাকি, গেরুয়া, গৈরিক, গোলাপি, গৌর, ছাই, জলপাই, তামাটে, তাম্র, তাম্রাভ, দুগ্ধফেননিভ, দুধেআলতা, ধবল, ধলা, ধানি, ধূপছায়া, ধূমল, ধুসর, ধুসরাভ, ধুসরিমা, ধূম, ধূমাভ, ধূম্র, নীল, নীললোহিত, নীলাভ, নীলিমা, পাংশু, পাংশুল, পাঁশুটে, পাটকিলে, পাটল, পাণ্ডু, পাণ্ডুর, পিঙ্গল, পিয়াজি, পীত, পীতাভ, ফরশা, ফিরোজা, বাদামি, বাসন্তি, বেগুনি, ময়লা, ময়ূরকণ্ঠি, মসিকৃষ্ণ, মেঘ, মেটে, রংচঙে, রংবেরং, রক্ত, রক্তাভ, রক্তিম, রক্তিমা, রুপালি, লাল, লালচে, লালিমা, লোহিত, লৌহিত্য, শাদা, শাদাটে, শুক্ল, শুভ্র, শ্যাম, শ্যামল, শ্যামলিমা, শ্বেত, শ্বেতাভ, সফেদ, সবজে, সবজেটে, সবুজ, সবুজাভ, সিঁদুরে, সিত, সুবর্ণ, সোনা, সোনালি, স্বর্ণ, স্বর্ণাভ, হরিৎ, হরিদ্রা, হরিদ্রাভ, হলদে, হলদেটে, হলুদ।

ভুক্তি নেই এমন শব্দগুলো হলো: আকাশী, ইট, কচুপাতা, কলাপাতা, কাঁচাহলুদ, কাঁঠালি, কাঠ, ঘিয়ে, জাম, টিয়া, তেঁতুলবিচি, তেজপাতা, দুধশাদা, নীলচে, বরফশাদা, বাঁশপাতা, বিস্কুট, মেহগনি, রক্তিমাভ, র‍্যাডিশ, লালাভ, লোহিতাভ, শেওলা।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মোট ১২৩টি শব্দের মধ্যে ভুক্তি হিশেবে গণ্য হয়েছে ১০০টি শব্দ, ভুক্তি হিশেবে গণ্য হয়নি ২৩টি শব্দ। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিশেবে ভুক্তি ৮১ শতাংশ এবং ভুক্তিহীন ১৯ শতাংশ। যে-২৩টি শব্দ ভুক্তি হিশেবে গণ্য হয়নি, এগুলোর মধ্যে সিংহভাগই হচ্ছে বস্তুর নাম থেকে সৃষ্ট রং-নির্দেশক শব্দ। এই সংখ্যা ২০। এর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিশেবে দেখা যায়, ভুক্তি ৮৭ শতাংশ এবং ভুক্তিহীন ১৩ শতাংশ। তবে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কালচে এবং লালচে ভুক্তি হিশেবে গণ্য হলেও বহুল ব্যবহৃত নীলচে ভুক্তি হিশেবে গণ্য হয়নি। তেমনইভাবে কৃষ্ণাভ, তাম্রাভ, ধুসরাভ, ধূমাভ, নীলাভ, পীতাভ, রক্তাভ, শ্বেতাভ, সবুজাভ, হরিদ্রাভ ভুক্তি হিশেবে গণ্য হলেও রক্তিমাভ, বহুল ব্যবহৃত লালাভ এবং লোহিতাভ ভুক্তি হিশেবে গণ্য হয়নি। আসমানি স্থান করে নিলেও আকাশী স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বস্তুর নামে সৃষ্ট রং হিশেবে জলপাই, পাটকিলে, পিয়াজির ভুক্তি থাকলেও কচুপাতা, কলাপাতা, কাঁচাহলুদ, টিয়া, মেহগনি, শেওলার মতো শব্দ ভুক্তিহীন থেকে গেছে।

দুই.

যে-১০০টি শব্দ অভিধানভুক্ত হয়েছে, এগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলো আমাদের ব্যবহৃত সবগুলো অভিধানেই ভুক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। আবার এমন কতকগুলো শব্দ আছে যেগুলো কোনও অভিধানে ভুক্ত হয়েছে, কোনও অভিধানে ভুক্ত হয়নি। অভিধানতত্ত্বের দৃষ্টিতে বলতে হয় যে একটি অভিধানের যখন সংকলনকর্ম চলে, তখন পূর্ব-সংকলিত উল্লেখযোগ্য সকল অভিধান চোখের সামনে রেখে ভুক্তিসমূহের সন্নিবেশ করা হয়। এর অর্থ এই নয় যে অভিধান-সংকলক পূর্ববর্তী অভিধানসমূহের সকল ভুক্তিই গ্রহণ করবেন। সমাজে শব্দের ব্যবহার-প্রাবল্য যেমন তাঁর বিচার্য্য, তেমনই তিনি পরিচালিত হন ব্যক্তিক অভিরুচি দ্বারা। তারপরও এ কথা বলতেই হয় যে বহুল ব্যবহৃত অনেক শব্দই বিভিন্ন অভিধানে ভুক্তি-বহির্ভূত থেকে গেছে। কমলা (চ., ব.শ., S.B.-E.D.); ছাই (চ., ব.শ., স., S.B.-E.D.); নীলাভ (ব.শ.); মেটে (চ.); রুপালি (চ.); শ্বেত (B.-E.D.); সিঁদুরে (S.B.-E.D.); হরিদ্রা (ব.শ.) ইত্যাদি এমনই কিছু উদাহরণ।

তিন.

অভিধানভুক্ত ১০০টি শব্দের মধ্যে এমন প্রচুর শব্দ রয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন অভিধানে বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। এই শব্দতালিকা এতটাই দীর্ঘ যে এখানে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। তালিকাটি আনুপূর্বিক পর্যবেক্ষণে এ-বক্তব্যের যথার্থতার

প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমরা নিম্নে গুটিকয় শব্দের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি: কালো (চ. শ্যামবর্ণ; ব.শ. শ্যামল; স. কৃষ্ণবর্ণ), খাকি (চ. মেটে, ছাই রং; ব.শ. পাংশুবর্ণ, ছাই, মেটে; স. ছাই, ঘোর বাদামি; B.-E.D. light brown), গৌর (চ. ফরশা, পীত, দুধে আলতা; ব.শ. পীত, হরিদ্রাবর্ণ; স. দুধেআলতাগোলা বর্ণবিশিষ্ট; B.-E.D. White; S.B-E.D. cream coloured tinged with red), দুধেআলতা (চ. দুধের সঙ্গে আলতার রং মেশালে যে-রং হয়; স. দুধে আলতা মেশালে যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হয়; B.-E.D. rosy, deep pink), ধবল (চ. শ্বেত, শাদা; ব.শ. শ্বেতবর্ণযুক্ত; স. শাদা, শুভ্র, শ্বেতবর্ণ; B.-E.D. white; S.B.-E.D. white, grey), ধুসর (চ. ছাই রং, পাণ্ডু, পাংশু; ব.শ. ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ; স. ঈষৎ পাংশুবর্ণ, ছাইবর্ণ; B.-E.D. dust-coloured, grey, ashy grey ; S.B.- E.D. grey, ash colour, ashen-grey, ashy), নীল (চ. কালো, অসিত, শ্যাম; ব.শ. শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ; স.রং বিশেষ; B.-E.D. blue, dark-blue; S.B-E.D. blue), পাটল (চ. পাটকিলে, গোলাপি; ব.শ. পাটকিলে; স. পাটকিলে, ফিকে লাল, গোলাপি; ই.-E.D.pale red, pink; S.B-E.D. brick red, pale, pink coloured), পিয়াজি (চ.ফিকে বেগুনি; স. পিয়াজের মতো রং, ফিকে বেগুনী; B.-E.D. light purple, crimson, pink; S.B.-E.D. light purple), বাদামি (চ. বাদামের খোসার মতো রং, পীতাভ লাল; স. বাদামের খোসার মতো রং, পাটকিলে, পীতাভ; B.-E.D. light red, brown; S.B.-E.D. brown), বাসন্তী (চ. হলুদ; ব.শ. বসন্তের পাকা পাতার মতো রং, পীত; স. কমলার খোসার মতো রং; B.-E.D. light orange colour, light yellow colour; S. B.-E.D. light orange colour), বেগুনি (চ. বেগুনের মতো রং, রক্ত লাল; ব.শ. বেগুনের মতো লোহিতাভ নীল; স. বেগুনের খোসার মতো রক্তিমাভ নীল; B.-E.D. violet/purple; S. B.-E.D. purple, violet), ময়ূরকণ্ঠি (চ. ময়ূরের গলার মতো রং; ব.শ. ময়ূরের কণ্ঠের মতো রং; স.ময়ূরের কণ্ঠের মতো বিচিত্র রং; B.-E.D. peacock blue; S. B.-E.D. peacock bule), শাদা (চ. শ্বেত, শুভ্র; ব.শ. শ্বেত; স.শ্বেত; B.-E.D. white; S. B.-E.D. white, grey), শ্যাম (চ. শ্যামল, মেঘবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অসিত, ফরশা নয়; ব.শ. শ্যামবর্ণযুক্ত, কৃষ্ণ, কালো; স. মেঘবর্ণ, কৃষ্ণ, ঘন নীল, ফরশা নয় এমন, সবুজ; B.-E.D. black, dark blue, brown, grey, green, cloud coloured; S. B.-E.D. cloud coloured, dark blue, bottle green, green, jet black), হরিৎ (চ. সবুজ; ব.শ. শ্যাম, পীতাভ, পিঙ্গল, নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, পাতার রং; স. সবুজ; B.-E.D. green, greenish, yellowish brown; S. B.-E.D. green)।

চার.

একই শব্দের অর্থনির্দেশে অভিধানভেদে যেমন ভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তেমনই ভিন্নতা দৃষ্ট হয় একই অভিধানে একই শব্দের ক্ষেত্রেও। এই তালিকাটিও নীতিদীর্ঘ নয়। এমনই কিছু শব্দের উদাহরণ উপস্থাপিত হলো: কটা (B.-E.D. brownish, yellowish), কৃষ্ণ (চ. কালো, নীল; স. কালো, নীল; B.-E.D. black, deep blue; S. B.-E.D. black, deep blue), K...òvf (S.B.-E.D. blackish, bluish); খাকি (চ. মেটে, ছাই রং; ব.শ. ছাইয়ের মতো, মেটে), গোলাপি (ব.শ. গোলাপের মতো রং, দুধেআলতার রং), ছাই (S. B.-E.D. ash, dull grey, grey), দুধেআলতা (B.-E.D. rosy, deep pink), ধবল (S.B.-E.D. white, grey) ধুমাভ (B.-E.D. smoke coloured, purple; S. B.-E.D. colour of smoke, dark purpule), নীল (চ. কালো, অসিত, শ্যাম; ব.শ. শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ; B.-E.D. blue, dark blue), নীললোহিত (ব.শ. বেগুনি, ধুমল; B.-E.D. dark blue and red, purple, dark red), পাটকিলে (B.-E.D. pale red, pink; S. B.-E.D. brick red, pink colored), পাটল (স. পাটকিলে, ফিকে লাল, গোলাপি; B.-E.D. pale red, pink; S. B.-E.D. brick red, pink coloured), পিয়াজি (B.-E.D. light purple, pink), বাদামি (স. বাদামের খোসার মতো রং, পাটকিলে, পীতাভ), বাসন্তি (B.-E.D. light orange colour, light yellow colour), রক্তাভ (B.-E.D. reddish, crimson, pink), শাদা (S.B.-E.D. white, grey), শুক্ল (B.-E.D. white, grey; S.B.-E.D. white, grey), শুভ্র (ই.-উ.উ. white, grey; S. B.-E.D. white, grey), শ্যাম (চ. মেঘবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ; স. মেঘবর্ণ, কৃষ্ণ, ঘন নীল, সবুজ; B.–E.D. black, dark blue, brown, grey, green, cloud coloured; S.B.-E.D. cloud coloured, bottlegreen, green, jet black), শ্বেত (S.B.-E.D. white, grey), সিত (S.B.-E.D. white, bright, light, grey), হরিৎ (ব.শ. শ্যাম, পীতাভ, পিঙ্গল, নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, পাতার রং; B.-E.D. green, greenish, yellowish brown)।

পাঁচ.

তালিকায় এমন বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো অর্থবিচারে অভিন্ন। অর্থাৎ একই গুচ্ছভুক্ত প্রতিটি শব্দই একই রং-নির্দেশক প্রতিশব্দ। এ-জাতীয় শব্দের তালিকাটি নিম্নরূপ:

আকাশী, আসমানি; কপিল, কপিশ; কালচে, কৃষ্ণাভ; কালো, কৃষ্ণ; মসিকৃষ্ণ, মসিবৎ; গেরুয়া, গৈরিক; গৌর, ফরশা; তামাটে, তাম্রাভ; দুগ্ধফেননিভ, দুধশাদা; ধবল, ধলা; নীলচে, নীলাভ; শাদা, শুক্ল, শুভ্র, শ্বেত, সফেদ, সিত; ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠি, রংচঙে, রংবেরং; ধুমল, ধুমাভ; ধুসরাভ, ধুসরিমা; ধূম, ধূম্র; নীলচে, নীলাভ; পাংশু, পাণ্ডু,

পাণ্ডুর, ধুসর, ছাই; পাংশুল, পাঁশুটে; পীত, হরিদ্রা, হলদে, হলুদ; পীতাভ, হরিদ্রাভ, হলদেটে; রক্ত, লাল, লোহিত, লৌহিত্য; রক্তাভ, রক্তিম, রক্তিমা, রক্তিমাভ, লালচে, লালাভ, লালিমা, লোহিতাভ; শাদাটে, শ্বেতাভ; সবুজ, হরিৎ; সবজে, সবজেটে, সবুজাভ; সুবর্ণ, সোনা, স্বর্ণ; সোনালি, স্বর্ণাভ।

ছয়.

বিভিন্ন রং-নির্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে যে-শব্দগুলো, সেগুলোর অনেকগুলোর বিশিষ্টার্থক ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। এমন কিছু উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

কমলা– কমলা রোগ (জন্ডিস); কালো– কালো টাকা (বেআইনিভাবে উপার্জিত টাকা), কালো তালিকা (পরিকল্পিতভাবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অধিকার-বঞ্চিত করা), কালো পতাকা (শোক, প্রতিবাদ), কালো বাজার (নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যের বাজার), কালো হাত (ষড়যন্ত্রমূলক হস্তক্ষেপ); গোলাপি– গোলাপি নেশা (মৃদু নেশা); গৌর– গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা); নীল– নীল রক্ত (অভিজাত, কুলীন, blue blood), সবে ধন নীলমণি (একমাত্র আদরের সন্তান); লাল– লাল গালিচা সংবর্ধনা (উষ্ণ ও আন্তরিক সংবর্ধনা), লাল চোখ (ক্রোধ প্রদর্শন), লাল ফিতের দৌরাত্ম্য (official dela), লাল বাতি জ্বলা (লোকসান হওয়া), লাল হওয়া (প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়া); সবুজ– তারুণ্য (উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল); শাদা– শাদাকে কালো এবং কালোকে শাদা করা (সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করা); শ্যাম– শ্যাম রাখি না কুল রাখি (উভয় সংকটে পড়া); শ্বেত– শ্বেত হস্তী পোষা (প্রচুর ব্যয়ভার); সুবর্ণ– সুবর্ণ জয়ন্তী (পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব), সুবর্ণ সুযোগ (দুর্লভ সুযোগ); হলুদ– হলুদ সাংবাদিকতা (উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত কোনও ভিত্তিহীন কিন্তু রোমাঞ্চকর সংবাদ) ইত্যাদি।

৬. সমাজভাষিক বিশ্লেষণ

৬.১. সংহিতা-বদল

যে-কোনও ভাষার জন্যই সংহিতা-বদল অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। বাংলা ভাষায়ও এর কোনও ব্যত্যয় নেই। ব্যবহার বিচারে বাংলা বাংলাদেশের প্রধান ভাষা হলেও একমাত্র ভাষা নয়। এ-দেশে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি এবং জাতিগত সংখ্যালঘুর ভাষাগুলো ছাড়া আরও কিছু ভাষারও ব্যবহার রয়েছে। ফলে সংহিতা-বদল প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রধানত ইংরেজি এবং গৌণত অপরাপর ভাষার শব্দ। এ-প্রক্রিয়ার অংশ হিশেবে রং-নির্দেশক শব্দের ব্যবহারও নিতান্ত কম নয়। শিক্ষিত, অভিজাত, নাগরিক সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা উঠতি বয়সের নারী-পুরুষের মধ্যে ইংরেজি রং-নির্দেশক শব্দের ব্যবহার-প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। যারা এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে একটি অংশ আবার ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করা।

প্রাত্যহিক কথোপকথনে এরা যেমন প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এরা রং-নির্দেশক ইংরেজি শব্দ ব্যবহারেও অকৃপণ। শহরাঞ্চলীয় বিপণি-বিতানগুলোতে কেনাবেচায় এ-জাতীয় সংহিতা-বদলের ব্যাপক প্রমাণ মেলে। যে-সমস্ত ইংরেজি শব্দ সংহিতা-বদল প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর নিম্নরূপ একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো: antique, ash, biscuit, black, blue, bottle green, brown, coffee, cream, dark, deep, fade, gold, golden, green, grey, indigo, lemon, light, magenta, maroon, milk white, navy blue, off white, olive, orange, paste, pink, purple, red, rose, silver, sky blue, snow white, violet, white, wood, yellow ইত্যাদি।

ইংরেজি ভাষায় রং-নির্দেশক শব্দ রয়েছে বহু। ওপরে যে-শব্দগুলোর কথা বলা হলো, তা এ-জাতীয় শব্দভাণ্ডারের খণ্ডমাত্র। বস্তুত আমরা সেই শব্দগুলোরই উল্লেখ করেছি, যেগুলো বাঙালিসমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত শব্দগুলোর বিশ্লেষণে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে:

এক.

বাংলায় যেমন গাঢ়, হালকা, কড়া, ফ্যাকাসে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, ইংরেজিতেও তেমনই dark, deep, light, fade ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলো যেমন এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনই অন্য কোনও রং-নির্দেশক শব্দের পূর্বেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: dark blue, deep green, light yellow ইত্যাদি।

দুই.

বাংলার মতো ইংরেজিতেও রং-নির্দেশক প্রচুর শব্দ তৈরি হয়েছে বিশেষ বস্তুর নামে। যেমন : ash, biscuit, coffee, gold, lemon, olive, orange, silver, sky blue, snow white ইত্যাদি।

তিন.

বাংলায় যেমন- আভ, -চে এবং - টে অন্তপ্রত্যয়যোগে রং-নির্দেশক শব্দ তৈরি হয়েছে, ইংরেজিতেও তেমনই একটি ব্যাপক ব্যবহৃত অন্তপ্রত্যয় হলো- ish। যেমন: greenish, reddish ইত্যাদি।

উল্লিখিত ইংরেজি শব্দগুলোর বাইরে সংহিতাবদল প্রক্রিয়ায় অন্য কোনও ভাষার শব্দ ব্যবহার হয় না বললেই চলে। আসমানি, খাকি, লাল, সবুজের মতো কয়েকটি ফারসি এবং দু' তিনটি যে-হিন্দিমূল শব্দ আছে, অতি ব্যবহারে সেগুলোকে আর বাংলা না বলে উপায় নেই। বস্তুত এগুলো বহুকাল আগেই আত্মীকৃত শব্দের মর্যাদালাভ করেছে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম বলে চিহ্নিত হতে পারে 'সফেদ' শব্দটি। ফারসিমূল এই শব্দটির

যৎসামান্য যে-ব্যবহার, সে বিচারে একে আত্মীকৃত শব্দ বলতে বাধে। ফলে একে সংহিতা-বদলের আওতাভুক্ত মনে করাই সুবিবেচনা।

৬.২ রঙের পুরুষ ও নারীবাচকতা

বাংলা-ভাষায় রং-নির্দেশে ব্যবহার্য শব্দসমূহের মধ্যে এমন বেশ কিছু শব্দ আছে, যেগুলো পুরুষবাচক বা নারীবাচক শব্দ হিশেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দগুলোর সঙ্গে /a/ এবং/অথবা /i/ অন্তপ্রত্যয় যুক্ত করে নারীবাচক শব্দে রূপান্তর করা হয়। যেমন: অসিত> অসিতা (অপ্সরা), কপিল> কপিলা, কপিশ> কপিশা, কালো>কালি (কালিকাদেবী), কৃষ্ণ>কৃষ্ণা, গৌর>গৌরী (পার্বতী, গৌরবর্ণা স্ত্রী, অবিবাহিত আট বছরের মেয়ে), ধবল> ধবলা/ধবলী, নীল> নীলা, নীললোহিত> নীললোহিতা, পাংশুল> পাংশুলা (পাপিষ্ঠা), পিঙ্গল> পিঙ্গলা/পিঙ্গলী, শুক্ল> শুক্লা (সরস্বতী), শুভ্র> শুভ্রা, শ্যাম> শ্যামা (কালিকাদেবী), শ্বেত > শ্বেতা, শ্যামল > শ্যামলা/শ্যামলী, সুবর্ণ> সুবর্ণা, স্বর্ণ> স্বর্ণা। যে-শব্দগুলো /a/ অথবা /i/ ধ্বনি-অন্ত, সেগুলো থেকে অন্ত্য /a/ অথবা /i/ ধ্বনিটি বাদ দিয়ে পুরুষবাচক শব্দে রূপান্তর করা হয়। যেমন: আসমানি> আসমান, কমলা> কমল, গোলাপি> গোলাপ, ফিরোজা> ফিরোজ, বাসন্তী> বসন্ত।

মানুষের নাম রাখার ক্ষেত্রে কালো এবং ধবল ছাড়া উল্লিখিত শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তবে পুরুষের তুলনায় নারীর নাম রাখার ক্ষেত্রে এসবের ব্যবহার বেশি। কমলা শুধু নারী নামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও কমল পুরুষ এবং নারী দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। আসমান, আসমানি, গোলাপ, গোলাপি, ফিরোজ, ফিরোজা শব্দগুলো শুধু মুসলমান নাম হিশেবে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে শব্দগুলো সংস্কৃতমূল নয়, ফারসিমূল। উল্লিখিত বাকি শব্দগুলো সাধারণত হিন্দু নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কারণও সম্ভবত এই যে এগুলো সংস্কৃতমূল। এগুলোর মধ্যে নীলা, শুভ্র, শুভ্রা, সুবর্ণা, কমলা আবার উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত।

৭. চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

প্রতিটি ভাষাতে রং-নির্দেশক শব্দ একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে তেমনই প্রতিটি সমাজে রং প্রতীকী ব্যঞ্জনায়ও ব্যবহৃত হয়। যার প্রতীকী ব্যঞ্জনা আছে, ভাষাবিজ্ঞানে তা-ই চিহ্নবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবিদার। বাঙালি সমাজেও রঙের এরূপ ব্যবহার লক্ষণীয়। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ:

এক.

শাদা শুভ্রতা, শান্তি ইত্যাদির প্রতীক; লাল যুদ্ধ, বিপদ, সংগ্রাম (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এজন্যই লাল রঙের ব্যাপক ব্যবহার) ইত্যাদির প্রতীক; কালো শোকের প্রতীক; নীল দুঃখ, বেদনা (মহাদেব গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, ইমাম হাসান

(র.) বিষপান করে যন্ত্রণায় নীল হয়েছিলেন) ইত্যাদির প্রতীক; ধুসর মৃত্যুর (তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধুসর হব- *গীতাঞ্জলি*, রবীন্দ্রনাথ) প্রতীক।

দুই.

ট্রাফিক সঙ্কেতে লাল বাতি যানবাহন চলাচলে বিরতির এবং সবুজ বাতি অনুমতিদানের প্রতীক। একই নিয়মে দাপ্তরিক ও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে লাল সঙ্কেত (রেড সিগন্যাল) ও সবুজ সঙ্কেত (গ্রিন সিগন্যাল)-এর ব্যবহার।

তিন.

ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলায় ব্যবহৃত লাল কার্ড বহিষ্কারাদেশের এবং হলুদ কার্ড সতর্কীকরণের প্রতীক।

চার.

এ-দেশে বিধবাদের শাদা পোশাক শোকের প্রতীক; পশ্চিমা দেশগুলোতে বিয়ের অনুষ্ঠানে শাদা পোশাক পরিধান আনন্দ-উৎসবের প্রতীক।

পাঁচ.

শাস্ত্রমতে চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের রং শাদা, ক্ষত্রিয়ের লাল, বৈশ্যের হলুদ এবং শূদ্রের কালো। ব্রাহ্মণ যেহেতু জ্ঞানচর্চা ও পুজা-অর্চনা করেন, সে-কারণে শূভ্রতা ও সৌম্যের নির্দশনস্বরূপ শাদা এবং ক্ষত্রিয় যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহ (ও রাজ্যশাসন) করেন, সে-কারণে লালের অধিকারী হওয়ার যুক্তি প্রদর্শিত হতে পারে।

ছয়.

পৌরাণিক বিশ্বাসে পাতাল হলো কালো, মর্ত লাল, সূর্য শাদা আর স্বর্গ নীল (ধীমান, ২০০৬: ৩৫)।

সাত.

হিন্দু শাস্ত্রমতে মানুষের দেহ লাল, মন হলুদ, আত্মা নীল (ধীমান, ২০০৬: ৩৫)।

রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনা, আগেই উল্লিখিত, প্রতিটি সমাজেই লক্ষণীয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহিরাগতদের অবস্থানের অনুমোদনসূচক গ্রিন কার্ডের প্রচলন আছে)। এক সমাজ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে অন্য কোনও সমাজেও প্রচলিত হতে পারে বিশেষ কোনও রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। ট্রাফিক সঙ্কেতের লাল বাতি, সবুজ বাতি, খেলাধুলার লাল কার্ড, হলুদ কার্ড, নানাবিধ কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সবুজ সঙ্কেত ইত্যাদি এমন প্রভাবেরই ফল। বাঙালি সমাজে রঙের প্রতীকী ব্যঞ্জনার পেছনে পৌরাণিক ঘটনা ও বিশ্বাসেরও যে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তা-ও আমরা লক্ষ করেছি। বস্তুত, সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এরূপ বিশ্বাস এবং লোকাচার। রংকে বিশেষ অর্থে ব্যবহারের পদ্ধতিটিও সুপ্রাচীন কাল ধরে বহমান। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে প্রাগৈতিহাসিক কালে কুইপু (quipu) নামে যে-

গ্রন্থিলিপির প্রচলন ছিল, সেখানে রঙিন সুতা দিয়ে গ্রন্থি রচনার ক্ষেত্রে লাল সুতা যুদ্ধ ও সোনা এবং সাদা সুতা শান্তি ও রুপা বোঝাত (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৮:৯)।

উপসংহার

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানুষ রঙের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে কমপক্ষে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে।[১০] এই আলোচনা এখনও বহমান বেশ কিছু শৃঙ্খলার অঙ্গীভূত হয়ে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক, জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ইত্যাদির পাশাপাশি ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও রঙের এবং রং-নির্দেশের প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশের আলোচনা প্রায় শূন্য। এ-বিষয়টির প্রতি গভীরতর আলোকপাত বাঞ্ছনীয়।

আমাদের এই বিশ্ব বহুবর্ণময়। আমাদের চারপাশে এত অজস্র রঙের ছড়াছড়ি থাকলেও একটি ক্ষুদ্রসংখ্যক শব্দই বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশে ব্যবহৃত হয়। শব্দসংখ্যার সিংহভাগই মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে নানা বস্তুর নাম থেকে সৃষ্টি করে নিয়েছে। বাংলা সহস্রাধিক বছর-বয়সী পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষা হওয়া সত্ত্বেও রঙের বিশালত্বের সঙ্গে তুলনায় ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা যে নিতান্তই কিঞ্চিৎকর, তা বলাই বাহুল্য। এটি ভাষিক সীমাবদ্ধতারই নিদর্শন। তবে এই সীমাবদ্ধতা কোনওভাবেই বাংলা ভাষার দীনতার পরিচায়ক নয়। এরূপ ভাষিক সীমাবদ্ধতা পৃথিবীর যে-কোনও ভাষার জন্যই সমান প্রযোজ্য। ইংরেজি, ফরাশি, ইতালিয়ান, জার্মান, স্পেনীয়, আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, চিনা, জাপানি সব ভাষার জন্যই এ-বক্তব্য সমান সত্য। সহস্রাধিক বছর ধরে কোটি কোটি বাংলাভাষী মানুষ রং নিয়ে যে-ভাব প্রকাশ করে যাচ্ছে, তাতে করে এদের কোনও সমস্যা হচ্ছে, এমন কথাও কেউ কস্মিনকালে শোনেনি। বস্তুত, রঙের প্রকৃতিটিই হচ্ছে বিশালত্বের, ভাষার প্রকৃতটিও হচ্ছে এইভাইে প্রকাশের।

পৃথিবীর অন্য যে-কোনও ভাষার মতো বাংলা ভাষায় রং-নির্দেশও কিছুটা জটিল এবং অনেকটাই অস্পষ্ট। বস্তুত একটি শব্দের মাধ্যমে একটি বিশেষ রংকে যেমন নির্দেশ করা হয়, তেমনই নির্দেশ করা হয় একটি রঙ-শ্রেণীকেও। উদাহরণস্বরূপ, শাদা দিয়ে যেমন white-কে নির্দেশ করা হয়, তেমনই নির্দেশ করা হয় দুগ্ধফেননিভ, দুধশাদা, বরফশাদা, শাদাটে ইত্যাদিকেও; নীল দিয়ে যেমন blue-কে নির্দেশ করা হয়, তেমনই নির্দেশ করা হয় আকাশী, নীলচে, নীলাভ ইত্যাদিকেও। এগুলোর সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে হালকা (নীল), গাঢ় (নীল), ফিকে (নীল), গভীর (নীল), মাঝামাঝি (নীল সবুজের মাঝামাঝি) ইত্যাদি। -চে, -আভ ইত্যাদি অন্তপ্রত্যয় সংযুক্তির পাশাপাশি নীল নীল শব্দদ্বৈতের ব্যবহারও শ্রেণী-প্রকাশকই। নীলাভ সবুজ (bluish green) এবং সবুজাভ নীল (greenish blue)-ও রং-নির্দেশে সুস্পষ্টতারই অক্ষমতা-নির্দেশক।

নীলাভ সবুজ মানে হলো মূলতই সবুজ, কিছুটা নীল (প্রধান রং সবুজ, অপ্রধান রং নীল); অন্যদিকে সবুজাভ নীল মানে হলো মূলতই নীল, কিছুটা সবুজ (প্রধান রং নীল, অপ্রধান রং সবুজ)। আগেই উল্লিখিত, এ-ধরনের অস্পষ্ট-নির্দেশ সব ভাষাতেই লক্ষণীয়। ইংরেজির দিকে তাকালে আমরা তাই দেখি deep, light, bright, mild, dim, dark, slightly, off, ultra ইত্যাদি শব্দ; তাই আমরা দেখি ish (greenish), er (greener), est (greenest)-এর মতো অন্তপ্রত্যয়। এ-ধরনের অস্পষ্টতার কারণটি কী? প্রকৃতপক্ষে রঙের বৈচিত্র্যের কারণেই ভাষায় ঘটেছে এহেন প্রতিফলন। একটি রং থেকে আর একটি রঙকে স্বতন্ত্র বলে নির্দেশের পেছনে কাজ করে তিনটি বৈশিষ্ট্য: তারতম্য (hue), অভিসিঞ্চন (saturation) এবং ঔজ্জ্বল্য (brightness) (Jacob, 1997: 470)। এই তিনের যেটির বা যেগুলোর যতটা পার্থক্য ঘটে, বিশেষ কোনও রং ততটাই পরিবর্তিত হয়ে অন্য রঙে পরিণত হয়। ভাষায় তারই প্রতিফলন ঘটে মাত্র এবং রং-নির্দেশে ভাষিক সীমাবদ্ধতাকেই প্রকট করে তোলে।

বস্তুর রং-নির্দেশে বক্তা বা লেখকের অভিরুচিটিই প্রকাশিত হয়। গায়ের রং-নির্দেশে যে-শব্দগুলো সাধারণত ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো: ফরশা, কালো, শ্যামলা, উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ, কাঁচাহলুদ, দুধেআলতা, ময়লা ইত্যাদি। একজন হয়তো কাউকে 'শ্যামলা' বলে চিহ্নিত করলো, কিন্তু অন্য কেউ তাকেই হয়তো চিহ্নিত করতে পারে 'কালো' বা 'ময়লা' বলে। এ-প্রবণতা শুধু গায়ের রঙের ক্ষেত্রে নয়, অন্যবিধ বস্তুর রং-নির্দেশেও প্রযোজ্য।

আমরা দেখেছি রং-নির্দেশে ব্যবহৃত শব্দের সিংহভাগই সৃষ্ট হয়েছে বস্তুর নাম থেকে। এ-জাতীয় শব্দের একটি অংশ অভিধানভুক্ত হয়েছে, অপর একটি অংশ অভিধানভুক্ত হয়নি ('আভিধানিক বিশ্লেষণ' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য)। যে-শব্দগুলো অভিধানভুক্ত হয়নি, ভাববিনিময়ে সেগুলোর ব্যাপক ব্যবহার থাকার কারণে এগুলোর অভিধানভুক্তি কাম্য। যে-ইংরেজি শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহার ঘটছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো ভুক্তিহীন, সেগুলোরও ভুক্তি আবশ্যক। এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলো বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষায় লভ্য। যেমন– ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহৃত হয় 'শিয়াইলা রং', 'বান্দইরা রং' ইত্যাদি। আশা করতে পারি ভবিষ্যতে 'শিয়ালে রং', 'বাঁদরে রং' হিশেবে এগুলো মানবাংলায় ঠাঁই করে নেবে। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য, সংস্কৃতাগত 'কপিল' এবং 'কপিশ' এসেছে 'কপি' বা 'বাঁদর' থেকেই। একই শব্দের বানান-ভিন্নতাও অনভিপ্রেত।

আমরা যে-আলোচনায় সচেষ্ট হয়েছি, তা ভাষাবৈজ্ঞানিক। এটি নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের আলোচনা। ইংরেজিসহ অপরাপর অনেক ভাষায়ই রং নিয়ে ব্যাপক-গভীর

আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে রং নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাভিত্তিক সূক্ষ্মতর আলোচনা সূচিত হবে, এমনটাই প্রত্যাশা।

টীকা

১. ইন্দ্রিয় মোট চৌদ্দটি– বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ হলো কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত হলো অন্তরিন্দ্রিয়। দ্রষ্টব্য: শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), *সংসদ বাংলা অভিধান* (কোলকাতা: সাহিত্য সংসদ, বিংশতিতম মুদ্রণ ১৯৯৬), পৃ: ৭৬-এর 'ইন্দ্রিয়' ভুক্তি।

২. Color term: In natural languages, Retrived on May 2008, *http://en.wikipedia.org/wiki/Color_term*

৩. Color term: In natural languages, Retrived on May 2008, *http://en.wikipedia.org/wiki/Color_term*

৪. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কৃত বাংলা বানানের নিয়মের ৯ বিধিমতে ং এবং ঙ উভয়ই বিধেয় হলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকৃত *পাঠ্য বইয়ের বানান*-এর ০২ এবং বাংলা একাডেমীকৃত *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*-এর ২.১০ বিধিমতে 'রং' ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। দ্রষ্টব্য: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, *বাংলা বানানের নিয়ম* (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৭), পৃ. ৬; আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), *পাঠ্য বইয়ের বানান* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৫), পৃ. ১১; বাংলা একাডেমী, *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ১০

৫. আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বন্ধনীভুক্ত কোনও বানান ব্যবহার করিনি, ব্যবহার করেছি অবন্ধনীভুক্ত প্রথম বানানগুলো।

৬. ভাষাবিজ্ঞানে তারকাচিহ্নের ব্যবহার নির্দেশ করে যে তারকাচিহ্ন-পরবর্তী পদ বা বাক্যটি অগ্রহণযোগ্য।

৭. জ্যোতিভূষণ চাকী 'কালো'-কে দেশি শব্দ হিশেবে চিহ্নিত করেছেন। দ্রষ্টব্য: জ্যোতিভূষণ চাকী, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ৩১

৮. 'নীল' শব্দটি সংস্কৃতে যেমন লভ্য, তেমনই লভ্য ফারসিতেও। এই শব্দটিকে আমরা উল্লিখিত উভয় শ্রেণীতে ভুক্ত করলেও একে সংস্কৃত ভাষা-আগত শব্দ বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে নীললোহিত, নীলাভ, নীলিমা ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যেত না।

৯. অবলম্বিত অভিধানগুলো নিম্নরূপে প্রদর্শিত হয়েছে :
চলন্তিকা (রাজশেখর বসু সংকলিত; চ.)
বঙ্গীয় শব্দকোষ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত; ব. শ.)

সংসদ বাংলা অভিধান (শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত; স.)
Bengali-English Dictionary (Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman, Jahangir Tareque (eds.); B.-E.D.)
Samsad Bengali- English Dictionary (Sailendra Biswas (complied by); S.B.-E.D.)।
অভিধানগুলোর পাশে ব্যবহৃত সংখ্যা পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশক।

১০. Kay, Paul & Regier, Terry, Language, thought, and color: Recent developments, from http://www.icsi.berkeley.edu/~kay/tics.pdf

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান (সম্পাদক) . ২০০৫.*পাঠ্য বইয়ের বানান*। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর. ২০০০. *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*। ঢাকা: সাহিত্যমালা,দ্বিতীয় প্রকাশ। (বরুণ মজুমদার ও নজরুল ইসলাম সম্পাদিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. ১৯৩৭. *বাংলা বানানের নিয়ম*। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। (তৃতীয় সংস্করণ)

জ্যোতিভূষণ চাকী . ১৯৯৬. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ধীমান দাশগুপ্ত. ২০০৬. *রঙ*। কলকাতা: বাণীশিল্প। (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

বাংলা একাডেমী. ১৯৯২. *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মতলুব আলী. ১৯৯৬. *জয়নুলের জলরঙ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মোঃ রফিকুল ইসলাম. ১৯৯৯. *ফটোগ্রাফি কলাকৌশল ও মনন*। ঢাকা: প্রিজম। (দ্বিতীয় সংস্করণ)

রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর. ১৯৭৮. *সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রাজশেখর বসু (সংকলিত). ১৩৮৯. *চলন্তিকা: আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান*। কলিকাতা: এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। (ত্রয়োদশ সংস্করণ)

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত). ২০০৫. *সংসদ বাংলা অভিধান*। কোলকাতা: সাহিত্য সংসদ। (সংশোধিত মুদ্রণ)

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত) ১৯৮৮. *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি। (তৃতীয় মুদ্রণ)

হাশেম খান. ২০০১. *ছবি আকা ছবি লেখা*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

Jacob E. Safra (Chairman of the board). 1997. *The New Encyclopædia*

Britannica, Vol. 3. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc.. (15th edition)

Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman, Jahangir Tareque (eds.) . 1997. *Bengali-English Dictionary.* Dhaka: Bangla Academy. (7th reprint)

Sailendra Biswas. 2002. *Samsad Bengali- English Dictionary.* Kolkata: Sahitya Samsad. (3rd reprint)

Email Contact : sansary@univdhaka.edu
farida_baktiyara@yahoo.com